CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-348 ■ 17 September, 2026 ■ আগরতলা ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ৩০ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুর নির্বাচনে আজ ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ, চূড়ান্ত ২৫শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬ সালের ত্রিপুরা পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করার সময়সূচি প্রকাশ করল ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ডাঃ পি. কে. চক্রবর্তীর জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ থেকে শুরু করে দাবি, আপত্তি ও পরামর্শ গ্রহণ এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর তালিকা নিয়ে দাবি, আপত্তি ও পরামর্শ জানানোর সুযোগ থাকবে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রাপ্ত দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে ২৩ সেপ্টেম্বর। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যালিটিজ (কন্ডাক্ট অব ইলেকশন) রুলস, ১৯৯৫-এর রুল-৩ অনুযায়ী ক্ষমতাবলে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসার তথা জেলা শাসকরা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের জন্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করবেন। এ ক্ষেত্রে ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যালিটিজ (রেজিস্ট্রেশন অব ইলেক্টরস) রুলস, ১৯৯৫-এর রুল-৭ অনুসরণ করা হবে।

রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহিজলা, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসারদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহকুমা নির্বাচন কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তিটি ত্রিপুরা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য জিএ (প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি) দপ্তরের অধিকর্তাকেও অনুরোধ করা হয়েছে।

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির পর ২৫ সেপ্টেম্বর ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ সম্পন্ন হবে।

ভিসি ভোটে ৭৪ কোম্পানী সিআরপিএফ মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অধীন আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে নিরাপত্তা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাজ্যজুড়ে ৭৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর বিমানবন্দরের পুনরুজ্জীবন বিমান সংস্থার আগ্রহের উপর নির্ভর করছে ঃ নেহরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। বিমান সংস্থাগুলির আগ্রহ এবং তারা কোন ধরনের বিমান পরিচালনা করতে চায়, তার ওপরই অনেকটা নির্ভর করছে কৈলাসহর বিমানবন্দরের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন। বুধবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান এমবিবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা কৃষ্ণন মোহন নেহরা। আগামী 'স্বচ্ছতা হি সেবা' এবং 'যাত্রী সেবা অভিযান ২০২৬' নিয়ে নিজের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নেহরা জানান, কৈলাসহর বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা চালুর বিষয়ে এক-দুটি বিমান সংস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব জমা পড়ার পর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। তিনি বলেন, কোনও বিমান সংস্থা পরিষেবা চালাতে সম্মতি দিলে বিমানবন্দরটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিমানবন্দরের উন্নয়ন পরিকল্পনাও নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা কোন ধরনের বিমান পরিচালনা করতে চায় তার ওপর।

নেহরা জানান, কৈলাসহর বিমানবন্দরকে সর্ব-আবহাওয়া উপযোগী করে তুলতে এবং তুলনামূলক বড় বিমান পরিচালনার ব্যবস্থা করতে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন। এ জন্য রাজ্য সরকারের কাছে ২০৫ একর জমি চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিমানবন্দর এলাকায় পর্যাপ্ত জমি নেই বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, ছোট আকারের বিমান উপযুক্ত আবহাওয়ায় ভিজ্যুয়াল ফ্লাইট রুলস বা ভিএফআর-এর মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব। তবে দৃশ্যমানতা কমে গেলে বিমান চলাচলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আরও নির্ভরযোগ্য বিমান পরিষেবার জন্য ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (আইএলএস) সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

আইএলএস সম্পর্কে নেহরা বলেন, এটি বিমানকে রানওয়ের সঙ্গে সঠিকভাবে সামঞ্জস্য রেখে অবতরণে সহায়তা করে এবং অবতরণের সময় পাইলটকে দিকনির্দেশ ও দূরত্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে।

নেহরা বলেন, "জমি পাওয়া মাত্রই আমরা বিমানবন্দরটির উন্নয়নের কাজ করব। আগরতলা থেকে বিভিন্ন রুটে বিমান পরিষেবা কমে যাওয়া এবং বিমান ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে বিমানবন্দর অধিকর্তা জানান, পরিষেবার সংখ্যা নির্ধারণ সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত।

তিনি বলেন, বিমান স্বল্পতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বিভিন্ন রুটে পরিষেবার সংখ্যা পরিবর্তন করেছে বিমান সংস্থাগুলি। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে পরিষেবা বন্ধ বা কমিয়ে না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণালঙ্কার সহ আটক মহিলা আগরতলা বিমানবন্দরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে এক মহিলা যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ৫০০ গ্রাম ওজনের পাঁচটি সন্দেহভাজন সোনার চুড়ি উদ্ধার করেছে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ)। উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে প্রায় ৮০০ গ্রাম রুপোর গয়নাও উদ্ধার করা হয়, যার মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা।

সিআইএসএফ সূত্রে জানা যায়, ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে আগরতলা থেকে কলকাতাগামী ইন্ডিগো বিমানে যাত্রার জন্য ওই মহিলা যাত্রী বিমানবন্দরে পৌঁছান। সকাল প্রায় ৯টা ৩৫ মিনিটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরায় বিনিয়োগের যে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে, তাকে দ্রুত বাস্তবায়ন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে রূপ দিতে হবে। প্রতিটি বিনিয়োগ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করতে হবে। ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬-এ স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রগুলির বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিভিন্ন দপ্তরের অধিকারিকদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন।

আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে তিনি বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য হলো রাজ্যের জিএসডিপি বৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

বৈঠকের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব তথা শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে স্বচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬-এর পরবর্তী পর্যায়ে মৌ-গুলির অগ্রগতি, বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের রোডম্যাপ তুলে ধরেন। পাশাপাশি ত্রিপুরায় শিল্প ও বিনিয়োগের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রানীরবাজারে বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু খুনের অভিযোগ পুত্র ও বধূর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। রাণীরবাজার থানাধীন বৃদ্ধনগর এলাকায় আঁখি ঘোষ নামে এক বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলে ও পুত্রবধূ মিলে তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ছেলে শুভম ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয়রা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে আঁখি ঘোষের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ। রাত প্রায় ২টা নাগাদ তাঁরা আত্মীয়-পরিজন এবং প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান। তবে কীভাবে বৃদ্ধার মৃত্যু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের সমালোচনা করলেই সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয় জিতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। সরকারের সমালোচনা এবং জনস্বার্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুললেই সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি ত্রিপুরার কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ ও কেবল চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, সরকারের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং সরকারের সমালোচনা করা প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। একইভাবে জনগণের সমস্যা ও সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা তুলে ধরার অধিকার সংবাদমাধ্যমেরও রয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, বিদ্যুৎ পরিষেবার সমস্যা, রেশনে চাল, ডাল ও চিনি না পাওয়া, চাকরির বিজ্ঞপ্তি বারবার প্রকাশিত হলেও নিয়োগ না হওয়া, টেট বা টিআরবিটি পরীক্ষা নেওয়ার পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধনপুরে বিজেপির বৈঠকে কর্মীদের উদ্দেশ্যে

জনসংযোগ বাড়ানো ও সমস্যা চিহ্নিত করার উপর জোর প্রতিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার ধনপুর বিধানসভা এলাকার পাঁচটি এডিসি ভিলেজের বিজেপি কার্যকর্তাদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। এছাড়াও মহকুমা এলাকার প্রথম সারির দলীয় নেতৃত্ব ও অন্যান্য কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ধনপুর বিধানসভা এলাকার মোহনভোগ আরডি ব্লকের অন্তর্গত দশরথবাড়ি, উত্তর তৈবানদাল, দক্ষিণ তৈবানদাল, চন্দুল ও আনন্দনগরএই পাঁচটি এডিসি ভিলেজের দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা বৈঠকে অংশ নেন।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করার পাশাপাশি কর্মীদের মধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে প্রধান বক্তা হিসেবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, নির্বাচন একেবারে সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সংঘর্ষে আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। ব্যবসায়িক বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল পদ্মপুর অফিসটিলা পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় তিন যুবক আহত হয়েছেন। আহতদের বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

আহত যুবকদের নাম সৌরভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিমা নিরঞ্জনে গিয়ে গাড়ি উল্টে আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। মনসা দেবীর প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে পুজোর আনন্দের মধ্যেই নেমে এল বিপর্যয়। প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে খোয়াই বাঁধের পাড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল প্রতিমাবাহী গাড়ি। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, খোয়াইয়ের দুর্গানগর এলাকার বিপ্লব রায় ওরফে বান্টির বাড়িতে গতকাল মনসা দেবী ও বাবা লোকনাথের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা শেষে আজ পরিবারের সদস্য ও পরিজনরা প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে একটি গাড়িতে করে রওনা দেন। কিন্তু খোয়াই বাঁধের পাড় এলাকায় পৌঁছতেই ঘটে বিপত্তি। আচমকাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুলেরোর ধাক্কায় প্রবীণের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। উদয়পুর মহকুমার বাগমা বাজারটিলা এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রবীণ ব্যক্তির। জাতীয় সড়ক পারাপারের সময় একটি বুলেরো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম সুদীর দাশগুপ্ত (৭০)। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাজারের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন সুদীর দাশগুপ্ত। বাগমা বাজারটিলা এলাকার জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে ৪০ কোটির ইয়াবা উদ্ধার, আটক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পানিসাগর থানার পুলিশ, আসাম রাইফেলস এবং ডিআরআই আগরতলার যৌথ অভিযানে একটি ১২ চাকার ট্রাক থেকে প্রায় ৫০ কেজি ওজনের আনুমানিক ৫ লক্ষ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

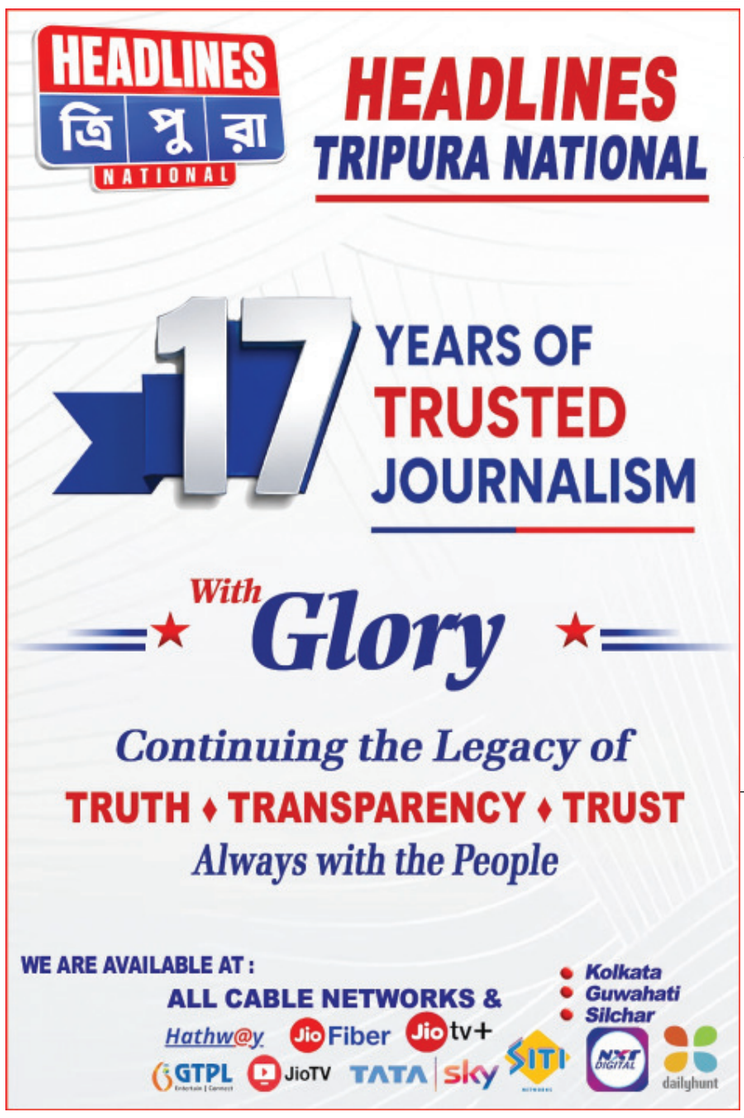

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
৩০ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মুক্তবাণিজ্য চুক্তিতে অনুমোদন দিল নিউজিল্যান্ড

ভারতের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সই হইয়াছিল এপ্রিলে। কিন্তু তাহার পরেও সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে তাহা কার্যকর হওয়ার দিকে এক বড় ধাপ এগোল। নিউ জিল্যান্ডের পার্লামেন্টে পাস হইয়া গেল ওই চুক্তি। বুধবার নিজেই এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন। এই পদক্ষেপকে যুগান্তকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তিনি। একই সঙ্গে বুঝাইয়াছেন, এই চুক্তির ফলে তাঁহার দেশ কতটা লাভবান হইবে। শুধু নিউজিল্যান্ড নয়, এই চুক্তি ভারতের পক্ষেও লাভজনক! লাক্সন এক্স পোস্টে লিখেন, ''আমাকে অনেকে বলিয়াছিলেন, ভারতের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু আজ পার্লামেন্টে সেই চুক্তি চূড়ান্ত ভোটে পাস হইয়াছে। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক চুক্তির অর্থ নিউ জিল্যান্ডবাসীর কাছে আরও বেশি চাকরি এবং আয়ের সুযোগ। ১৪০ কোটি ভারতীয়ের কাছে নিউ জিল্যান্ডের পণ্যের দরজা খুলিয়া যাইবে।'

মুক্তবাণিজ্য চুক্তির পক্ষে নিউ জিল্যান্ড পার্লামেন্টে ভোট পড়ে ৯৩। বিপক্ষে ২৯। নিউ জিল্যান্ডের ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পার্টি এবং প্রধান বিরোধীদল লেবার পার্টি উভয় পক্ষই এই চুক্তির পক্ষে ভোট দিয়াছে। ভারতের বাণিজ্যসচিব রাজেশ অগ্রবাল এই চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুলিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব' চুক্তিটি কার্যকর করিতে চাইছে ভারত। অক্টোবরেই এই চুক্তি কার্যকর হইতে পারে। তাহার এই বক্তব্যের পর পরই দেখা গেল নিউ জিল্যান্ড পার্লামেন্ট মুক্তবাণিজ্য চুক্তিতে অনুমোদন দিয়া দিল।দু'টি দেশের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি হইলে, তাহারা বিনা শুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে অধিকাংশ পণ্যের আমদানি এবং রফতানি করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও সেই সুযোগ থাকিতেছে ভারত, নিউ জিল্যান্ডের কাছে। আশা করা হইতেছে, বস্ত্র, চামড়ার জিনিস, জুতো, রত্ন, অলঙ্কার, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য-সহ নানা শিল্পে কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করিবে এই চুক্তি।

ভারতের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তিতে অনুমোদন দিল নিউ জিল্যান্ডের পার্লামেন্ট।

ভারতের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সই হইয়াছিল এপ্রিলে। কিন্তু তাহার পরেও সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে তা কার্যকর হওয়ার দিকে এক বড় ধাপ এগোল। নিউ জিল্যান্ডের পার্লামেন্টে পাস হইয়া গেল ওই চুক্তি। বুধবার নিজেই এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তিতে আখেরে লাভ হইবে ভারতের। শুল্কের দিক থেকে ছাড় মেলায় আগামী দিনে আবার নিউ জিল্যান্ড রফতানি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইবে নয়াদিল্লি। পাশাপাশি, এফটিএ-কে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এ দেশে নিয়া আসিবার সুযোগ পাইবে সরকার। এর হাত ধরিয়া আসিবে উন্নত প্রযুক্তি। দেশের মাটিতে তৈরি হইবে কর্মসংস্থানও।এই চুক্তির আওতায় নিউ জিল্যান্ড আগামী ১৫ বছরে ভারতে ২ হাজার কোটি (২০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।এই বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের হাত ধরিয়া ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রচুর নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইবে।বিনিয়োগের পাশাপাশি নিউজিল্যান্ড থেকে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি ভারতে আসিবে, যাহা দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য করিবে।নিউ জিল্যান্ডের বাজারে ভারতের সব পণ্য শুল্কহীনভাবে প্রবেশ করিতে পারিবে। এর ফলে ভারতীয় রফতানিকারকদের খরচ একধাক্কায় অনেকটা কমিবে। নিউ জিল্যান্ডের বাজারে ভারতের সব পণ্য শুল্কহীনভাবে প্রবেশ করিতে পারিবে। এর ফলে ভারতীয় রফতানিকারকদের খরচ একধাক্কায় অনেকটা কমিবে।ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বিশেষ করিয়া টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক, চামড়া, জুতো, রত্ন ও অলঙ্কার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রফতানি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি পার্টনারশিপ''-এর মাধ্যমে দুই দেশের কৃষকদের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বাড়াইতে এবং বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে ভারতীয় কৃষকদের যুক্ত করিতে উভয় দেশ কাজ করিবে।চুক্তির ফলে সীমান্তে কাস্টমস ও কার্গো ছাড়পত্রের প্রক্রিয়া দ্রুত হইবে, যাহা ভারতের পচনশীল খাদ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রফতানিকে সহজ করিবে।এই এফটিএ কার্যকর হইলে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত ও নিউ জিল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ করিবার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হইয়ছে।কৌশলগত ভারসাম্য: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন ভারতের উপর বিভিন্ন দেশ থেকে শুল্কের চাপ বাড়ানোর হুমকি আসিতেছে, তখন এই চুক্তি নয়াদিল্লির বাণিজ্যিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করিবে।

দশম বর্ষে 'হৃদয়পুরের নৃত্যধারা', উদয়পুরে জমজমাট বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান

উদয়পুর, ১৬ সেপ্টেম্বর: উদয়পুরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রিফরমিস্ট সোসাইটি ও নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত হলো বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান 'হৃদয়পুরের নৃত্যধারা'। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ বছর দশমবারের মতো আয়োজিত হয় এই নৃত্য উৎসব। উদয়পুর সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিল্পী রাজু মগ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী চিন্তাচন্দ্র মলসম, সংগীতশিল্পী কৃষ্ণ বর্মন, নৃত্যশিল্পী বীণাপাণি দেবনাথসহ বিশিষ্ট শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

নৃত্যশিক্ষক রত্নদীপ রায়ের নির্দেশনায় অনুষ্ঠানে মোট ২০টি নৃত্য পরিবেশনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। শাস্ত্রীয় কত্থক নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বিভিন্ন নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মোট ১১৫ জন নৃত্যশিল্পীকে কৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্যামল সরকার ও রামু সাহাকে প্রদান করা হয় 'সুকুমার স্মৃতি সেবা সম্মাননা'। নৃত্যানুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল নৃত্য বিষয়ক মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা। নৃত্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দর্শকদের মধ্যেও আগ্রহ তৈরি করে।

সরোবর নগরী উদয়পুরের সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষের ব্যাপক সাড়া ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয় এ বছরের 'হৃদয়পুরের নৃত্যধারা' নৃত্য উৎসব। আয়োজকদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এক স্বাস্থ্য, এক ভবিষ্যৎ

স্বাস্থ্যকর আগামীকালের জন্য আয়ুর্বেদ

বিশ্বজুড়ে মানুষ নতুন করে ভাবছে, সুস্থ থাকার অর্থ আসলে কী। আজকের স্বাস্থ্যব্যবস্থা শুধু রোগের চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ক্রমশ রোগ প্রতিরোধ, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং এমন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব বাড়ছে, যা পরিবর্তিত জীবনযাপন, পরিবেশগত চাপ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বাধাগুলি মোকাবিলা করতে সক্ষম। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের জন্য আয়ুর্বেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।

১১তম আয়ুর্বেদ দিবসের মূল ভাবনা 'স্বাস্থ্যকর আগামীকালের জন্য আয়ুর্বেদ' এবং 'এক স্বাস্থ্য, এক ভবিষ্যৎ'-এর ভাবনাএই ধারণাকেই সুন্দরভাবে তুলে ধরে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের স্বাস্থ্য কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। ব্যক্তি, সমাজ, প্রাণী এবং পরিবেশের স্বাস্থ্য পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

আয়ুর্বেদ বরাবরই রোগ প্রতিরোধ, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন, উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঠিক নিয়ম এবং প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এমন এক সময়ে, যখন জীবনযাপনজনিত রোগ, বিভিন্ন সমস্যা, মানসিক চাপ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগ সমাজের ওপর ক্রমবর্ধমান বোঝা তৈরি করছে, তখন আয়ুর্বেদের এই নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা আরও বেড়েছে। তবে আয়ুর্বেদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ শুধুমাত্র অতীতের দিকে ফিরে তাকানো নয়। এর ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে হবে গবেষণা, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, উদ্ভাবন এবং গুণমানের ভিত্তিতে। আমাদের দায়িত্ব হল, আয়ুর্বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞানকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা এবং সেই জ্ঞানকে এমন কার্যকর সমাধানে রূপান্তরিত করা, যা বর্তমান সময়ের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ করতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত এই যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৪ সালে আয়ুষ মন্ত্রকের প্রতিষ্ঠা আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতিকে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে ওঠে। এরপর থেকে সংরক্ষণ ও প্রসারের পাশাপাশি গবেষণা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, গুণমান নিশ্চিতকরণ, উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপরও গুরুত্ব আরও বাড়ানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত রোগীর প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। যেখানে প্রয়োজন এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত, সেখানে বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে এবং স্বাস্থ্যের প্রতি আরও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে অবদান রাখতে পারে। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আয়ুষ পরিষেবার সংযুক্তিকরণ এবং আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের সম্প্রসারণ প্রতিরোধমূলক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সহজলভ্য করে তোলার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

ভারত আয়ুর্বেদকে বিশ্বের দরবারেও পৌঁছে দিচ্ছে। আয়ুর্বেদ দিবসের পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি দেখিয়েছে, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। আয়ুর্বেদ দিবস ভারতের ঐতিহ্যবাহী স্বাস্থ্যচর্চার জন্য বিশ্বের সামনে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। একই সঙ্গে সুস্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থায়ী স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনায় আয়ুর্বেদের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

বিশ্বজুড়ে আয়ুর্বেদ নিয়ে এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বও এসে পড়েছে। আয়ুর্বেদকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য গবেষণা, ক্লিনিক্যাল প্রমাণ, শক্তিশালী গুণমানের মানদণ্ড এবং দায়িত্বশীল প্রচারের মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আয়ুষ অ্যাকাডেমিক চেয়ার, ক্লিনিক্যাল গবেষণা এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ভারতের বাইরেও আয়ুর্বেদের জন্য আরও শক্তিশালী একটি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। আমাদের লক্ষ্য শুধু আয়ুর্বেদের আন্তর্জাতিক পরিসর বৃদ্ধি করা নয়; বরং এই প্রসারের সঙ্গে যাতে মানুষের আস্থা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্যতাও সমানভাবে বৃদ্ধি পায়, তা নিশ্চিত করা।

"এক স্বাস্থ্য, এক ভবিষ্যৎ"-এর ভাবনা আমাদের হাসপাতাল ও ওষুধের গণ্ডির বাইরেও নিয়ে যায়। সুস্থতর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আমাদের পরিবেশের স্বাস্থ্য, আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলির সুস্থতার ওপরও। উদাহরণস্বরূপ, ঔষধি গাছপালা স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে কৃষি, জীবিকা এবং জীববৈচিত্র্যকে একসূত্রে যুক্ত করে। ঔষধি উদ্ভিদের সুস্থায়ী চাষ কৃষকদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করতে পারে এবং একই সঙ্গে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রযুক্তিও এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারে। বর্তমানে ভারতের সামনে তার বিশাল আয়ুর্বেদিক জ্ঞানভাণ্ডারকে আধুনিক গবেষণার সক্ষমতা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডেটা সায়েন্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তির সঙ্গে একত্রিত করার এক অনন্য সুযোগ রয়েছে। এই সমন্বয় গবেষকদের আরও নির্ভুলভাবে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি অধ্যয়ন করতে সাহায্য করতে পারে এবং উদ্ভাবনের নতুন দিগন্তও খুলে দিতে পারে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি ঘটতে হবে মানুষের জীবনযাত্রায়। আয়ুর্বেদ দিবস যেন শুধুমাত্র বছরে একবার পালিত একটি দিবস হয়ে না থাকে। বরং এই দিনটি আমাদের বাড়ি, স্কুল, কর্মক্ষেত্র এবং সমাজে আরও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য একটি বৃহত্তর আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠুক। আমরা কী খাই, কতটা সক্রিয় থাকি, কীভাবে মানসিক চাপ সামলাই এবং পরিবেশের সঙ্গে কতটা দায়িত্বশীলভাবে আচরণ করিএসবই আমাদের সমাজের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। এই যাত্রায় তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুর্বেদকে শুধু ভারতের ঐতিহ্যের একটি অংশ হিসেবে নয়, বরং গবেষণা, উদ্ভাবন, উদ্যোগ ও স্বাস্থ্যসেবার এমন একটি ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরতে হবে, যা ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বাধাগুলিকে মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আজ ভারত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক অনন্য সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের সামনে সুযোগ রয়েছে এই শক্তিগুলিকে একত্রিত করে এমন একটি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার, যেখানে চিকিৎসার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ, রোগ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সুস্থতা এবং উন্নয়নের পাশাপাশি স্থায়িত্বকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।

শ্রী প্রতাপরাও যাদব
আয়ুষ মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী
(স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

আয়ুর্বেদের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হবে আমরা কতটা কার্যকরভাবে এর ওপর গবেষণা করতে পারছি, এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তি কতটা শক্তিশালী করতে পারছি, এর গুণমান কতটা নিশ্চিত করতে পারছি এবং এর সুফল সাধারণ মানুষের কাছে কতটা সহজলভ্য করে তুলতে পারছিতার ওপর।

''সুস্থতর আগামীকালের জন্য আয়ুর্বেদ'' তাই শুধুমাত্র একটি ভাবনা বা প্রতিপাদ্য নয়। এটি এমন এক স্বাস্থ্যসংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান, যা মানুষকে নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতন ও ক্ষমতায়িত করবে, সমাজকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আমাদের সকলের অভিন্ন পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাবে। ১১তম আয়ুর্বেদ দিবস উদযাপনের এই মুহূর্তে আসুন, "এক স্বাস্থ্য, এক ভবিষ্যৎ"-এর ভাবনাকে সামনে রেখে আমরা একসঙ্গে একটি আরও সুস্থ ভারত এবং আরও সুস্থ বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাই। এক স্বাস্থ্য। এক ভবিষ্যৎ। সকলের জন্য আরও স্বাস্থ্যকর আগামীকাল।

ডিপ-টেকের প্রসার: গবেষণা ও উন্নয়ন (আর অ্যান্ড ডি) এবং মেধাসম্পদ (আইপি)-এর মাধ্যমে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর পণ্য-খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

সেমিকন্ডাক্টরের নকশা ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে ভারত এক শক্তিশালী ও গভীর সক্ষমতা গড়ে তুলেছে। এ দেশের মেধাবী কর্মীরা বিশ্বের অত্যন্ত অত্যাধুনিক সব চিপ তৈরির কর্মসূচির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এখন কৌশলগতভাবে প্রয়োজন হলো প্রকৌশলগত এই দক্ষতাকে ব্যবসায়িক সাফল্যে বা 'এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু'-তে রূপান্তর করা। এর জন্য প্রয়োজন এমন সব ভারতীয় ও ভারত-ভিত্তিক বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি গড়ে তোলা, যারা ভারতে গবেষণা ও উন্নয়নে (আর অ্যান্ড ডি) বিনিয়োগ করবে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পণ্য উদ্ভাবন ও বাজারজাত করবে, পণ্যের মূল প্রযুক্তির মেধাস্বত্ব (আইপি) নিজেদের দখলে রাখবে এবং বিশ্ববাজারে প্রযুক্তির অগ্রসারির সমপর্যায়ে বা তার কাছাকাছি থেকে প্রতিযোগিতা করবে।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। সেমিকন্ডাক্টর-কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ এবং এর মালিকানা- এ দুটি বিষয় এক নয়। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব প্রযুক্তি শিল্পে উচ্চমানের প্রকৌশলগত মেধা ও দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করে আসছে। তবে প্রকৃত অর্থনৈতিক সুফল নিহিত রয়েছে সেই মেধা-সম্পদকে নিজস্ব আর্কিটেকচার, পণ্য ও প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করার মধ্যে - এবং এই পণ্য-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো ভারতেই নেওয়া হচ্ছে। এমন একটি শিল্পখাতে যেখানে স্বতন্ত্র প্রযুক্তি ও মেধা-স্বত্বের মালিকরাই মূল অর্থনৈতিক সুফলের সিংহভাগ ভোগ করে, সেখানে ভারতীয় পণ্য-ভিত্তিক কোম্পানিগুলোর উত্থান বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর ভ্যালু চেইনে দেশটির অবস্থানকে আমূল বদলে দিতে পারে।

"সেমিকন ২.০" এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গতিবেগ সঞ্চার করতে পারে। ১,২৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের এই কর্মসূচিটিতে চিপ ডিজাইন, গবেষণা ও উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামগ্রিক সেমিকন্ডাক্টর বাস্তুতন্তে ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত "আইএসএম ২.০"-এর ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে এবং শিল্প-চালিত গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করে।

এর ভিত্তি ক্রমশ আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠছে। ৭৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের সংস্থানসহ ভারতের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর মিশনটি চিপ তৈরি (ফ্যাব্রিকেশন), প্যাকেজিং এবং চিপ ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ-প্রতিশ্রুতি সম্বলিত ১২টি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন প্রকল্পকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে তিনটি প্রকল্পে বাণিজ্যিক উৎপাদনও শুরু হয়েছে। 'সেমিকন ২.০'-এর পরিধি আরও বিস্তৃত। এটি ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন, উন্নত প্যাকেজিং, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মতো বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। পাশাপাশি এএনআরএফ ও আরডিআই তহবিলের সহায়তায় ভারতে গবেষণা ও উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ভারতীয় স্টার্টআপগুলির জন্য সুযোগটি হলো ভ্যালু চেইনে উপরের দিকে ওঠা- সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরিষেবা প্রদান থেকে শুরু করে পণ্য তৈরি এবং দেশীয় মেধাস্বত্ব (আইপি) সৃষ্টি করা। ডিজাইন সহায়তা, শিল্প-নেতৃত্বাধীন গবেষণা ও উন্নয়ন, বিশেষায়িত প্রতিভা এবং ধৈর্যশীল ভেঞ্চার ক্যাপিটালকে একত্রিত করা সম্ভাবনাময় ডিপ-টেক স্টার্টআপগুলিকে এই রূপান্তরে সহায়তা করতে পারে।

এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে মূলধনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রচলিত সফটওয়্যার স্টার্টআপের তুলনায় সেমিকন্ডাক্টর উদ্যোগগুলোর কার্যকাল ও ঝুঁকির ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে উল্লেখযোগ্য আয় শুরু হওয়ার আগে প্রায়শই বছরের পর বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন প্রকৌশলগত কাজের প্রয়োজন হয়। চিপ উৎপাদন (ফ্যাব্রিকেশন), যাচাইকরণ এবং নকশায় ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে খরচ ও জটিলতা আরও বেড়ে যায়, তাই দীর্ঘমেয়াদী ও ঝুঁকি-সহনশীল মূলধনের প্রাপ্যতা এক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং, দীর্ঘস্থায়ী সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি গড়ে তোলার বিষয়টি কেবল তহবিলের পরিমাণ বাড়ানোর ওপর নির্ভর করবে না; বরং এমন একটি বিনিয়োগ পরিবেশ বা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ওপর নির্ভর করবে, যার মধ্যে প্রাথমিক গবেষণা থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে সহায়তা করার মতো প্রয়োজনীয় কারিগরি বোঝাপড়া ও দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান।

তবে কেবল পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমেই বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় সক্ষম সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ এবং শিল্পখাতের মধ্যে একটি নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থা, যা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত উদ্ভাবনগুলোকে গবেষণাগার থেকে সরাসরি বাজারে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও মসৃণ করে তোলে। সাধারণত এই সংযোগস্থলেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানিগুলোর ভিত্তি রচিত হয়- যেখানে বিশেষায়িত গবেষণার সাথে উদ্যোক্তাসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দক্ষ প্রকৌশল মেধা এবং বাণিজ্যিকীকরণের একটি সুনির্দিষ্ট পথের মিলন ঘটে। শিল্প ও শিক্ষাঙ্গনের মধ্যকার সহযোগিতার ক্ষেত্র জোরদার করা, যৌথ গবেষণা ও প্রোটোটাইপিং অবকাঠামোর সুবিধা সম্প্রসারণ এবং নিজস্ব গবেষণাকে বাণিজ্যিকীকরণের জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা- এসব পদক্ষেপ সম্ভাবনাময় প্রযুক্তিকে সুরক্ষিত মেধাসম্পদ, বাজার-উপযোগী পণ্য এবং পরিশেষে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে সহায়তা করতে পারে।

শ্রী শিবকুমার কল্যাণরমন

ভিত্তি হিসেবে কাজ করার মতো একটি আশাব্যঞ্জক অবস্থান ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। ভারতের উদীয়মান চিপ-ডিজাইন ইকোসিস্টেমের আওতায় ১০০টিরও বেশি স্টার্টআপ চিপ তৈরির কাজ করছে। এখনকার মূল চ্যালেঞ্জ হলো - এসব উদ্যোগের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময়গুলোকে এমনভাবে এগিয়ে নেওয়া, যাতে তারা কেবল চিপ ডিজাইনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজস্ব পণ্যের কৌশলগত রূপরেখা ও শক্তিশালী মেধাসম্পদ গড়ে তুলতে পারে, বিশ্ববাজারে গ্রাহক অর্জন করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী প্রযুক্তি-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।সেমিকন্ডাক্টর খাতে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকৃত পরিমাপক এটি হবে না যে, তারা বিশ্বব্যাপী ভ্যালু চেইনের কতটা অংশ নিজেদের দিকে টানতে পারছে; বরং আসল মাপকাঠি হবে তারা ভবিষ্যতের জন্য কতটা অংশ সৃষ্টি করতে পারছে। প্রকৃত যুগান্তকারী পরিবর্তন তখনই আসবে, যখন ভারতে উদ্ভাবিত ও ভারতীয় গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তৈরি মেধাসম্পদ-সমৃদ্ধ চিপগুলো বিশ্বমানের প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে এবং তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না হয়ে ভারতের প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রার এক অনন্য ও স্থায়ী পরিচয়ে পরিণত হবে।

(লেখক ভারত সরকারের 'অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (এএনআরএফ)-এর সিইও)

ওজোন স্তর ও আমাদের ভবিষ্যৎ

বিশেষ প্রতিবেদন।। সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করে, গাছপালাকে নতুন জীবন দেয় এবং খাদ্যশৃঙ্খলকে সচল রাখে। কিন্তু এই আলোকের উৎসেই লুকিয়ে রয়েছে এক অদৃশ্য বিপদ, যার নাম অতিবেগুনি বা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি। প্রকৃতি এই বিপজ্জনক শক্তি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে গড়ে তুলেছে একটি অদৃশ্য ঢাল-ওজোন স্তর। অণু পর্যায়ে এটি মাত্র তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সংমিশ্রণে তৈরি এক অতি সাধারণ গ্যাস হলেও, পুরো জীবজগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এর ভূমিকা অতুলনীয়। প্রতি বছর ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ওজোন স্তর দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য শুধু এই বায়বীয় আবরণটির গুরুত্ব স্মরণ করা নয়, বরং মানুষের কৃতকর্ম কীভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে তা অনুধাবন করা।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের গৃহস্থালি ও শিল্পকারখানায় নিয়ে আসে নানা বিস্ময়কর বিপ্লব। শীতলীকরণ যন্ত্র বা রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার এবং এরোসল ক্যান মানুষের জীবনকে অত্যন্ত সহজ করে তোলে। কিন্তু এই স্বাচ্ছন্দ্যের নেপথ্যে লুকিয়ে ছিল ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি নামক রাসায়নিক যৌগ। বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হওয়ার পর এই হালকা গ্যাসগুলো যখন ওজোন স্তরে পৌঁছায়, তখন সূর্যরশ্মির প্রভাবে তাদের অণু ভেঙে শক্তিশালী ক্লোরিন পরমাণু নির্গত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, একটিমাত্র মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু এক লাখের বেশি ওজোন অণুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে পৃথিবীর সুরক্ষাবলয়ে ফাটল ধরে এবং অ্যান্টার্কটিকার আকাশে এক বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে "ওজোন হোল" নামে পরিচিতি পায়। ওজোন স্তরের সংকট উন্মোচিত হওয়ার পর বিশ্বনেতারা এবং বিজ্ঞানীরা ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মোনট্রিয়াল শহরে ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যা মোনট্রিয়াল প্রোটোকল নামে পরিচিত।

ওজোন স্তরের এই ক্ষয় কেবল বিজ্ঞানের গবেষণাগারের কোনো জটিল বিষয় নয়, এটি সরাসরি প্রতিটি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। সুরক্ষাবলয় পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবীতে নেমে আসা ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের ত্বকের ক্যানসার ও চোখের ছানি পড়ার হার বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া এটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, যার ফলে ফসলের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো অতি ক্ষুদ্র প্রটোজোয়া ও প্লাঙ্কটন, যা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণ জলজ খাদ্যশৃঙ্খল এক মহা বিপর্যয়ের মুখোমুখি পড়ে। বিজ্ঞান কেবল সমস্যা চিহ্নিত করে থেমে থাকে না, সমাধানের পথও দেখায়। ওজোন স্তরের সংকট উন্মোচিত হওয়ার পর বিশ্বনেতারা এবং বিজ্ঞানীরা ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মোনট্রিয়াল শহরে এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যা মোনট্রিয়াল প্রোটোকল নামে পরিচিত। এই চুক্তির অধীনে ক্ষতিকর সিএফসি ও অন্যান্য ওজোন-ক্ষয়কারী গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার ধাপে ধাপে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ব রাজনীতির ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের যৌথ প্রয়াসে পরিবেশ সংরক্ষণের এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। সাম্প্রতিক স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার তথ্যানুযায়ী, ক্ষতিকর গ্যাসের ব্যবহার কমে আসায় ওজোন স্তরের ক্ষত আস্তে আস্তে নিরাময় হতে শুরু করেছে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো অতি ক্ষুদ্র প্রটোজোয়া ও প্লাঙ্কটন, যা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণ জলজ খাদ্যশৃঙ্খল এক মহা বিপর্যয়ের মুখোমুখি পড়ে।

তবে এই সুসংবাদে আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ওজোন স্তরের স্বাভাবিক নিরাময় প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই বইয়ের পড়া হিসেবে নয়, বরং ব্যবহারিক জীবনে পরিবেশবান্ধব শক্তি গ্রহণ এবং পরিবেশ ক্ষতিকর প্রযুক্তির বর্জনে সোচ্চার হতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক তথ্য ও সচেতনতা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই হলো আজকের দিনের অঙ্গীকার। প্রকৃতির এই অদৃশ্য ঢালকে অক্ষত রাখতে পারলেই কেবল নিশ্চিত হবে মানুষের সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘প্রতিটি মেডিক্যাল লাইসেন্সের জন্য ঘুষ নিত পূর্ববর্তী সরকার’: যোগী আদিত্যনাথ

গোরখপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের পূর্ববর্তী সমাজবাদী পার্টি (এসপি) সরকার মেডিক্যাল লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ নিত। বুধবার গোরখপুরে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর চ্যারিটেবল ব্লাড সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই অভিযোগ করেন।

রক্তদানে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক মানের চিকিৎসা পরিষেবা, সরঞ্জাম ও ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হলেও রক্ত তৈরি করা যায় না। রক্তদানকে তিনি সহমর্মিতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, একজন রক্তদাতা অন্য একজনের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেন।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, গোরখপুর, উত্তরপ্রদেশ এবং গোটা ভারত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, একসময় পূর্ব উত্তরপ্রদেশে চিকিৎসার জন্য মাত্র একটি বড় হাসপাতালের ওপর নির্ভর করতে হতো এবং সেখানে একই শয্যায় চারজন রোগীকে থাকতে হতো। বর্তমানে গোরখপুরের বিআরডি মেডিক্যাল কলেজ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে এবং এনসেফালাইটিস-সহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে গোরখপুরে এইমস, দুটি মেডিক্যাল কলেজ এবং চারটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। আগে ডায়ালিসিসের মতো চিকিৎসার জন্য মানুষকে লখনউ যেতে হতো, কিন্তু এখন গোরখপুরেই এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ১০টি শয্যায় বিনামূল্যে ডায়ালিসিসের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

পূর্ববর্তী সরকারগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, তাঁর কথায়, সেই সময় ‘প্রতিটি লাইসেন্সের জন্য টাকা চাওয়া হতো’। তিনি দাবি করেন, তিনি সংশ্লিষ্টদের বলেছিলেন যে প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে, কিন্তু ঘুষ হিসেবে এক টাকাও দেওয়া হবে না। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরপ্রদেশে এমবিবিএস আসনের সংখ্যা আগে ৪,৬০০ ছিল, যা এখন ১৩,৫০০-র বেশি হয়েছে। স্নাতকোত্তর আসনও দ্বিগুণ হয়েছে এবং নার্সিং কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন প্যারামেডিক্যাল কোর্স ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে।

চিকিৎসা প্রযুক্তিতে আরও উন্নতির লক্ষ্যে কানপুর আইআইটির সহযোগিতায় একটি মেডটেক সেন্টার অব এক্সেলেন্স গড়ে তোলা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধী পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এসজিপিজিআই)-এও একটি সেন্টার অব এক্সেলেন্স গড়ে তোলার কাজ চলছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।গোরখপুরে রক্তব্যাঙ্কের পাশাপাশি গুরু শ্রী গোরক্ষনাথ চিকিৎসালয়ে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের প্রথম আইসিইউ-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় রক্তদানের ওপরও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিহারের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে শিবরাজ, কেন্দ্রীয় সহায়তার আশ্বাস

পাটনা, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিহারে চলতি বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বুধবার রাজ্যে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বাধীন দল বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন শিবরাজ।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বৈশালী জেলার হাজিপুরের বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁরা ট্রাক্টর ও নৌকায় করে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ফসল, রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শনের পর শিবরাজ সিং চৌহান জানান, বন্যার কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করতে আরও বিস্তারিত সমীক্ষা চালানো হবে।

বৈশালীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বন্যাকবলিত এলাকায় গিয়ে ফসল ও রাস্তার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। অন্যান্য জেলাতেও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল গিয়ে ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিহারকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের কীভাবে আরও সাহায্য করা যায়, তা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, ফসল ও রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি ইতিমধ্যে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির হিসাব তৈরির কাজ চলছে। মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন শেষ হওয়ার পর একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে আর্থিক সহায়তা বিতরণ শুরু করেছে। বিহারে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং অতিরিক্ত সহায়তার ব্যবস্থা করতে আরও কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে আসবে বলেও তিনি জানান।

এদিকে, বিহারের একাধিক এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত রয়েছে। প্রধান নদীগুলিতে জলস্তর বাড়তে থাকায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ১৫টি জেলার ৮৮টি ব্লকের ৫৭৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ৪৯.৭৪ লক্ষ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে পাটনা, ভোজপুর, সারণ, বৈশালী, ভাগলপুর, মুজফরপুর, বক্সার, সমস্তিপুর, খাগাড়িয়া, বেগুসরাই, দ্বারভাঙা, আরারিয়া, পূর্ণিয়া, মধেপুরা এবং কাটিহার।

বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার।

কেন্দ্রীয় জল কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মুজফরপুরের দুমারিয়া ঘাটে গণ্ডক নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। খাগাড়িয়ার বালতারা ও কুরসেলায় কোসি নদীর জলস্তরও বিপদসীমা অতিক্রম করেছে।

পাটনার গান্ধী ঘাট ও হাতিদহ, পাশাপাশি ভাগলপুর ও কাহালগাঁওয়ে গঙ্গার জলও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। শ্রীপালপুরে পুনপুন নদী এবং বেনিবাদ ও সোনাখানে বাগমতী নদীর জলস্তরও বিপদসীমা ছাড়িয়েছে।

বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে নদীর জলস্তর ও পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে ত্রাণ, উদ্ধার এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজও চলছে।

আদিবাসী উদ্যোগপতিদের জন্য জাতীয় স্টার্টআপ কর্মসূচি কেরলের কেএসইউএম-কে অন্তর্ভুক্ত করল কেন্দ্র

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): তফসিলি উপজাতি (এসটি) সম্প্রদায়ের উদ্যোগপতিদের নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করা, ইনকিউবেট করা, পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি চালু করেছে কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কেরল স্টার্টআপ মিশন (কেএসইউএম)।

কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরাম জানান, আদিবাসী যুবসমাজের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের একদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী এবং অন্যদিকে কর্মপ্রার্থী হিসেবে গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ। এসটি সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক ও উদ্যোগপতিদের কাছে পৌঁছনো এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার ওপর কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে উৎসাহিত করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ এই উদ্যোগ।

এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১,০০০ জন এসটি উদ্যোগপতির কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্তত ১০০ জনকে ‘ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড ফর শিডিউলড ট্রাইবস’ (ভিসিএফ-এসটি)-এর আওতায় অর্থায়ন ও ইনকিউবেশনের সুযোগ দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে কেএসইউএম-সহ ১০টি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে মন্ত্রক।

কেরলের এসটি-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলিকে দক্ষতা বৃদ্ধি, মেন্টরশিপ, বাজারের সঙ্গে সংযোগ এবং বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ সহায়তা দেবে কেএসইউএম। কেরল সরকারের উদ্যোগপতি উন্নয়ন ও ইনকিউবেশনের নোডাল সংস্থা হিসেবে কাজ করে কেরল স্টার্টআপ মিশন।

ভিসিএফ-এসটি প্রকল্পের অধীনে যেসব সংস্থায় এসটি উদ্যোগপতিদের কমপক্ষে ৫১ শতাংশ শেয়ারহোল্ডিং এবং পরিচালনাগত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তারা আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবে। এই মালিকানা কাঠামো ছয় মাস বজায় রাখা থাকলে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে। ৫০ লক্ষ টাকার বেশি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ৫১ শতাংশ এসটি শেয়ারহোল্ডিং ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ কমপক্ষে ১২ মাস বজায় রাখার শর্ত রয়েছে। প্রকল্পে সন্তোষজনক অগ্রগতির ভিত্তিতে বছরে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা করে তিন বছর পর্যন্ত ইনকিউবেশন সহায়তার ব্যবস্থাও রয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে।

আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব রঞ্জনা চোপড়া বলেন, উদ্ভাবন আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে নতুন বিষয় নয়। তাঁদের ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ও উদ্ভাবনী ধারণা রয়েছে, যা অনেক সময় আধুনিক বিশ্বের কাছে পৌঁছয়নি। এই উদ্ভাবনকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য একটি সুসংগঠিত কৌশল প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দেশের সামগ্রিক স্টার্টআপ সংখ্যার সঙ্গে এসটি-নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপের ব্যবধান কমানো এবং আরও বেশি আদিবাসী উদ্যোগপতিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়াকে এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কেরলের ইলেকট্রনিক্স ও আইটি দফতরের বিশেষ সচিব সীরাম সম্ভাসিব রাও বলেন, এই সমঝোতা স্মারক এসটি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং আদিবাসী যুবকদের প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী প্রকল্পকে উৎসাহিত করবে।

কেএসইউএম-এর সিইও অনুপ আম্বিকা বলেন, কেরলের স্টার্টআপ পরিবেশ এসটি সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবননির্ভর উদ্যোগ চিহ্নিত করা এবং সেগুলিকে বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত।

নগাঁও উপনির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আজমল, নিশানায় বিজেপি-কংগ্রেস

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমের নগাঁও লোকসভা আসনের আসন্ন উপনির্বাচনে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)-এর প্রধান বদরুদ্দিন আজমল। বিজেপি ও কংগ্রেসদুই দলই নির্বাচনে পরাজিত হবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

সোমবার হোজাইয়ে এক সভায় আজমল বলেন, এআইইউডিএফের প্রচারের মূল বিষয় হবে ‘মানবতা’। একইসঙ্গে বিজেপি ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও তিনি কটাক্ষ করেন। তাঁর কথায়, “বিজেপি হিন্দুদের কথা বলে, আর কংগ্রেস হিন্দু বা মুসলিমকোনও সম্প্রদায়ের উদ্বেগের কথা বলে না। আমরা মানবতার কথা বলি। তাই আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে আমরাই জয়ী হব এবং অন্য দুই দল পরাজিত হবে।”

এআইইউডিএফ প্রধান মঙ্গলবার সকাল ১০টায় নগাঁও লোকসভা উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। দলটি আগেই আজমলকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনের ঠিক আগে তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা করা হয়।

নগাঁও লোকসভা আসনটি কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর খালি হয়। পরে তিনি বিজেপির টিকিটে দিসপুর বিধানসভা আসন থেকে জয়ী হন। ৬ অক্টোবর নগাঁও লোকসভা আসনে উপনির্বাচন এবং ৯ অক্টোবর ভোটগণনা হবে।

এবারের নির্বাচনে বিজেপি প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক তথা নগাঁওয়ের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার দেবাশিস শর্মাকে প্রার্থী করেছে। কংগ্রেস প্রার্থী করেছে প্রাক্তন বটদ্রবা বিধায়ক সিবামণি বোরাকে। এআইইউডিএফের হয়ে লড়ছেন দলের প্রধান তথা বিনাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বদরুদ্দিন আজমল।

আজমল বলেন, নগাঁওয়ের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সামনে রেখেই এআইইউডিএফ প্রচার চালাবে। বিজেপি ও কংগ্রেস নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি এবং প্রচলিত ভোটব্যাঙ্ককে সামনে রেখে প্রচারে নামলেও, এআইইউডিএফের অবস্থান মানুষের বৃহত্তর স্বার্থকেন্দ্রিক বলে দাবি করেন তিনি।

নগাঁওয়ে এআইইউডিএফ প্রধানের সরাসরি প্রার্থী হওয়ায় উপনির্বাচনের লড়াই আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নগাঁও আসনে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। ফলে আসনটি ধরে রাখা, পুনরুদ্ধার করা এবং নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্যে তিন প্রধান দলের কাছেই এই উপনির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আজমল ফেরও দাবি করেন, এআইইউডিএফ নগাঁও আসনে জয়ী হবে এবং বিজেপি ও কংগ্রেসকে পরাজিত করবে।

মসজিদের সামনে গণেশ মিছিল নিয়ে পুলিশ আধিকারিকের মন্তব্যের প্রতিবাদ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়: বিজেপি সাংসদ যদুবীর

মহীশূর, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কর্নাটকের মহীশূর-কোডাগু লোকসভা আসনের বিজেপি সাংসদ এবং রাজপরিবারের সদস্য যদুবীর কৃষ্ণদত্ত চামরাজা ওয়াদিয়ার বুধবার দাবি করেছেন, বিজেপি মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়। তি. নরসিপুরা শহরে দলের প্রতিবাদ কোনও সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে ছিল না, বরং একটি মসজিদের সামনে গণেশ মিছিল নিয়ে এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের মন্তব্যের প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।

মহীশূরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় যদুবীর বলেন, মসজিদের সামনে দিয়ে গণেশ মিছিল যেতে দেওয়া হবে না পুলিশ ইন্সপেক্টরের এমন বক্তব্যের প্রতিবাদেই বিজেপি বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তিনি বলেন, “আমরা তি. নরসিপুরা থানার পুলিশ ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। মুসলিমদের লক্ষ্য করে কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি।”

বিজেপির এই প্রতিবাদকে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিবাদের সময় বিজেপি নেতাদের গণেশ মূর্তি হাতে জুতো-চটি পরে থাকার বিষয়েও প্রশ্ন ওঠে। এর জবাবে যদুবীর বলেন, বিক্ষোভকারীদের হাতে থাকা গণেশ মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত বা পূজার জন্য স্থাপন করা হয়নি। তাই ওই মূর্তি হাতে নিয়ে রাস্তায় প্রতিবাদ করার সময় জুতো বা চটি পরা নিয়ে বিতর্কের কোনও কারণ নেই বলে তিনি দাবি করেন।

পুলিশের বিরুদ্ধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমারকে সমর্থন করার অভিযোগও তোলেন বিজেপি সাংসদ। তাঁর প্রশ্ন, পুলিশ যদি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বা অবস্থানকে সমর্থন করে, তাহতো নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত কী হবে?

শান্তি বৈঠকে পুলিশ ইন্সপেক্টরের ব্যবহৃত ভাষা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন যদুবীর। তাঁর দাবি, ওই আধিকারিক বলেছিলেন, মসজিদের সামনে দিয়ে মিছিল গেলে তিনি মিছিলকারীদের ‘অনুতপ্ত’ করবেন এবং সেখানে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। শান্তি বৈঠকের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে কোনও পুলিশ আধিকারিকের এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা উপযুক্ত কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। যদুবীর বলেন, সমাজের যে কোনও মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেই বোঝা যাবে, শান্তি বৈঠকে এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত কি না। তাঁর প্রশ্ন, এ ধরনের মন্তব্য করা হলে তার দায় কে নেবে?

উল্লেখ্য, গত ১৩ সেপ্টেম্বর কর্নাটকের তি. নরসিপুরায় গণেশ মিছিলের উপর কথিত বিধিনিষেধের প্রতিবাদে বিজেপি কর্মসূচি পালন করে। যদিও জেলা পুলিশ জানিয়েছিল, গণেশ উৎসব বা মিছিলের নির্ধারিত পথে কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি।

অভিযোগ, তি. নরসিপুরা থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর ধনঞ্জয় লিঙ্ক রোডে একটি মসজিদের সামনে গণেশ মিছিলের সময় বাজি না ফাটানোর জন্য আয়োজকদের সতর্ক করেছিলেন। বিজেপি ওই মন্তব্যকে মিছিলের উপর বিধিনিষেধ হিসেবে ব্যাখ্যা করে এবং ইন্সপেক্টরের সাসপেনশনের দাবি জানায়।

বিক্ষোভে বিরোধী দলনেতা আর. অশোক, মহীশূর-কোডাগু সাংসদ যদুবীর কৃষ্ণদত্ত চামরাজা ওয়াদিয়ার, বিধায়ক টি. এস. শ্রীবৎস, প্রাক্তন সাংসদ প্রতাপ সিমহা-সহ বিজেপির একাধিক নেতা অংশ নেন। অশোক গণেশের মূর্তি হাতে নিয়ে লিঙ্ক রোডে মিছিলের নেতৃত্ব দেন। পরে বিজেপি নেতাদের পুলিশ আটক করলেও পরবর্তীতে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বহুমুখী উন্নয়ন অংশীদারিত্ব এগিয়ে নিয়ে যেতে জয়শঙ্করের সঙ্গে ভুটানের বিদেশমন্ত্রীর বৈঠক

থিম্পু, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও ভুটানের মধ্যে বহুমুখী উন্নয়ন অংশীদারিত্ব আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বুধবার ভুটানের বুমথাংয়ে বিদেশমন্ত্রী লিয়নপো ডি. এন. ধুংগেলের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। বৈঠকে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিস্তৃত সহযোগিতা নিয়ে পর্যালোচনা ও আলোচনা হয়।

বৈঠকের পর এক্স-এ জয়শঙ্কর লেখেন, ভুটানের বিদেশমন্ত্রী লিয়নপো ডি. এন. ধুংগেলের সঙ্গে দেখা করে দুই দেশের বিস্তৃত সহযোগিতা যৌথভাবে পর্যালোচনা করতে পেরে তিনি আনন্দিত। বুমথাংয়ের আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক কেন্দ্রে তাঁকে আতিথেয়তা দেওয়ার জন্য ভুটানের বিদেশমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

জয়শঙ্কর জানান, বৈঠকে উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, জ্বালানি, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্কসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, বৈঠকের আলোচনায় ভারত-ভুটান সম্পর্কের পারস্পরিক আস্থা, সদিচ্ছা ও উষ্ণতার প্রতিফলন ঘটেছে।

এর আগে বুধবারই দু’দিনের ভুটান সফরে পারো পৌঁছন জয়শঙ্কর। বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ভুটানের বিদেশমন্ত্রী ধুংগেল। এক্স-এ জয়শঙ্কর লেখেন, “কুজুজাংপো লা ভুটান! আজ পারোয় পৌঁছে আনন্দিত। উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ভুটানের বিদেশমন্ত্রী লিয়নপো ডি. এন. ধুংগেলকে ধন্যবাদ। আমাদের অনন্য বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বৈঠকগুলির দিকে তাকিয়ে রয়েছি।”

বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) জানিয়েছে, ভুটানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি জয়শঙ্কর ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

এমইএ জানিয়েছে, ভারত ও ভুটানের মধ্যে নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের ঐতিহ্য বজায় রাখা এবং দুই দেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করাই এই সফরের লক্ষ্য।

ভারত ও ভুটানের মধ্যে কূটনৈতিক, উন্নয়নমূলক এবং জনকেন্দ্রিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উচ্চপর্যায়ের ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্যেই জয়শঙ্করের এই সফর হচ্ছে। তাঁর সফর দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা এবং সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, সোমবার ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের সঙ্গে থিম্পুতে সাক্ষাৎ করেন। তিন দিনের ভুটান সফরের শুরুতেই এই সাক্ষাৎ হয়। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং ভুটানের নির্বাচন কমিশনের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করাই এই সফরের অন্যতম লক্ষ্য।

মঙ্গলবার পারোর জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক স্কুল অব ল-এ ভুটানের জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনেও অংশ নেন জ্ঞানেশ কুমার।

মক্কার কাছে ড্রোন হামলায় ‘গভীরভাবে উদ্বিগ্ন’ ভারত, দ্রুত শান্তি ফেরার আশা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মক্কার কাছে ড্রোন হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। একইসঙ্গে সৌদি আরবের সার্বভৌম ভূখণ্ডে হামলার নিন্দা জানিয়ে ওই অঞ্চলে দ্রুত শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসার আশা প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি।

মক্কার কাছে ড্রোন হামলা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বুধবার বিদেশ মন্ত্রকের (এমইএ) মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, সৌদি আরবের এই পবিত্র শহরের ধর্মীয় গুরুত্বের কথা বিবেচনা করলে ঘটনাটি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।

এক বিবৃতিতে জয়সওয়াল বলেন, “মক্কার কাছে ড্রোন হামলার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সৌদি আরবের সার্বভৌম ভূখণ্ডে হামলা এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও পরিকাঠামোকে বিপন্ন করে এমন কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাচ্ছে ভারত। বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে মক্কার বিশেষ গুরুত্বের কারণে এই শহরের কাছে ঘটনাটি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা আশা করি, এই অঞ্চলে দ্রুত শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।”

মঙ্গলবার মক্কায় প্রবেশের নিষিদ্ধ আকাশসীমায় ঢোকার আগেই হুথিদের ছোড়া একটি শত্রুপক্ষের ড্রোন শনাক্ত করে ধ্বংস করে সৌদি রয়্যাল এয়ার ডিফেন্স ফোর্সেস। সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, ড্রোনটি দক্ষিণ মক্কার আকাশসীমায় আটকানো হয়।

ইয়েমেনে বৈধতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত জোটের সরকারি মুখপাত্র মেজর জেনারেল তুরকি আল-মালিকি জানান, ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে ড্রোনটি আটকানো হয়। তাঁর দাবি, ড্রোনটি “সন্ত্রাসবাদী হুথি মিলিশিয়া” উৎক্ষেপণ করেছিল।

আল-মালিকি বলেন, মক্কাকে লক্ষ্য করে এটি দ্বিতীয় হামলার চেষ্টা। এর আগে ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে মক্কাকে লক্ষ্য করার চেষ্টা হয়েছিল বলে তিনি দাবি করেন।

সৌদি কর্মকর্তা এই ঘটনাকে মক্কায় ওমরাহ পালন করতে আসা মানুষদের আতঙ্কিত করার এবং মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকে উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা “ইচ্ছাকৃত” কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, দুই পবিত্র মসজিদ এবং ওমরাহ পালনকারীদের নিরাপত্তা সৌদি আরবের কাছে ‘লাল রেখা’।প্রয়োজনে হুথি মিলিশিয়ার বিরুদ্ধে “প্রয়োজনীয় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা” নিতে জোটের যৌথ বাহিনী পিছপা হবে না বলেও জানান আল-মালিকি।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মায়ের মন্দিরে গণপতি বাপ্পার বিজয়া দশমী উপলক্ষে ক্লাব সদস্যদের নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 17-09-2026, 01:30

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

প্লাস্টিকের প্যাকেট মোচড়ালে এত শব্দ হয় কেন

জান্নাতুল ফাতেমা

কল্পনা করুন, আপনি ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসে একটি বিরক্তিকর বক্তৃতা শুনছেন। হঠাৎ আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটি চিপসের একটি প্যাকেট বের করে আপনার দিকে বাড়িয়ে দিল। আপনি খুব সাবধানে, চুপচাপ প্যাকেটটা খোলার চেষ্টা করলেন। ঠিক তখনই মড়মড় করে উঠল সেটি! ব্যস, মুখ তুলে দেখলেন শিক্ষক ইতিমধ্যেই আপনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

এই অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। আমরা অনেকেই হয়তো কোনো নিস্তব্ধ ক্লাসরুম বা লাইব্রেরিতে লজেন্স বা চিপসের প্যাকেট খোলার চেষ্টা করেছি এবং অনিবার্যভাবে নিজেদের বিব্রত করেছি। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন, প্লাস্টিকের প্যাকেট কেন এত শব্দ করে? বেশির ভাগ প্লাস্টিকের প্যাকেট তৈরি হয় পলিমার দিয়ে। যেমন পলিইথিলিন, মাইলার বা সেলোফেন। এগুলো দেখতে পাতলা হলেও বেশ শক্ত। রাবারের মতো সহজে টেনে লম্বা করা যায় না, আবার ভাঁজ করলেও সহজে ছিঁড়ে যায় না। তাই একটি সমতল প্লাস্টিকের পাত মচকালে তাতে একের পর এক ভাঁজ বা খাঁজ তৈরি হয়। এই ভাঁজগুলোই প্লাস্টিকের সেই পরিচিত মড়মড় শব্দের মূল কারণ।

বেশির ভাগ প্লাস্টিকের প্যাকেট তৈরি হয় পলিমার দিয়ে। যেমন পলিইথিলিন, মাইলার বা সেলোফেন। এগুলো দেখতে পাতলা হলেও বেশ শক্ত। রাবারের মতো সহজে টেনে লম্বা করা যায় না। ব্যাপারটা বুঝতে হলে আগে একটু শক্তির বিষয়ে কথা বলা যাক। কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে সেটিকে বিকৃত করলে তার মধ্যে শক্তি জমা হতে পারে। বস্তুর আকৃতি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রবণতার সঙ্গে সম্পর্কিত এই শক্তিকে বলা হয় স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি। ধনুকের কথাই ধরুন। ধনুক বাঁকিয়ে তাতে তির লাগালে ধনুকের মধ্যে শক্তি জমা হয়। তির ছোড়ার সময় সেই শক্তির একটি অংশ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যা তিরটি ছুড়তে সাহায্য করে এবং ধনুকটি তার আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

প্লাস্টিকের পাতের ক্ষেত্রেও অনেকটা একই ঘটনা ঘটে। একটি সমতল প্লাস্টিকের পাতের স্বাভাবিক বা স্থিতিশীল অবস্থা হলো সমতল হয়ে থাকা। কিন্তু একবার সেটিকে মচকে দিলে তাতে অসংখ্য ভাঁজ তৈরি হয়।

তখন পাতটি আর শুধু সমতল অবস্থাতেই থাকতে চায় না। ভাঁজের ওপর নির্ভর করে এটি বিভিন্ন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে। অর্থাৎ, মচকানো প্লাস্টিকের পাতকে বিভিন্নভাবে বাঁকিয়ে বা ভাঁজ করে ছেড়ে দিলে সেটি সেই অবস্থাতেই থেকে যেতে পারে। প্রতিটি অবস্থার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি যুক্ত থাকে। আপনি যখন প্যাকেটটি টানেন, মোচড়ান বা চাপ দেন, তখন তার ভেতরে আরও শক্তি জমা হয়। কিন্তু কোনো একটি অবস্থায় যত খুশি শক্তি জমা হতে পারে না। একটা পর্যায়ে গিয়ে সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে প্লাস্টিকের পাতটি হঠাৎ অন্য একটি স্থিতিশীল অবস্থায় চলে যায়। তখন জমা শক্তির কিছু অংশ মুক্তি পায়। এই আকস্মিক পরিবর্তনই ক্ষুদ্র একটি ক্লিক শব্দ তৈরি করে। ভাঁজের ওপর নির্ভর করে পাতটি বিভিন্ন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে। অর্থাৎ, মচকানো প্লাস্টিকের পাতকে বিভিন্নভাবে বাঁকিয়ে বা ভাঁজ করে ছেড়ে দিলে সেটি সেই অবস্থাতেই থেকে যেতে পারে।

এভাবে একটি ভাঁজ থেকে আরেকটি ভাঁজে যাওয়ার সময় একবার করে শব্দ তৈরি হয়। তাই প্লাস্টিকের প্যাকেট মচকালেই আমরা একটানা কোনো শব্দ শুনি না; বরং খুব দ্রুত পরপর অনেকগুলো ছোট ছোট শব্দ শুনি। সবগুলো মিলেই তৈরি হয় সেই পরিচিত মচমচ বা কড়কড় আওয়াজ।

বিষয়টি আরও সহজে বোঝা যায় একটি পাহাড়ি রাস্তার উদাহরণ দিয়ে। ভাবুন, অনেক উঁচু-নিচু জায়গা এবং খাঁজযুক্ত একটি পথে একটি পাথর ঠেলে ওপরে তুলছেন। পাথরটিকে যত ওপরে তুলবেন, তত শক্তি জমা হবে। কোনো একসময় পাথরটি চূড়ায় পৌঁছে গড়িয়ে নিচে নেমে যাবে এবং নিচের কোনো একটি খাঁজে আটকে যাবে। আবার তাকে ওপরে তুললে অন্য কোনো খাঁজে গিয়ে আটকে থাকতে পারে।

মচকানো প্লাস্টিকের পাতের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা এমন। পাহাড়ের খাঁজগুলো হলো প্লাস্টিকের বিভিন্ন স্থিতিশীল অবস্থা। পাথরকে ওপরে তোলার মতো করে প্লাস্টিককে বাঁকানো বা মোচড়ানোর সময় তাতে শক্তি জমা হয়। সীমা ছাড়িয়ে গেলে পাতটি হঠাৎ অন্য একটি অবস্থায় চলে যায় এবং কিছু শক্তি মুক্তি পায়। তখনই শোনা যায় শব্দ।

প্লাস্টিকের প্যাকেট মচকালেই আমরা একটানা কোনো শব্দ শুনি না; বরং খুব দ্রুত পরপর অনেকগুলো ছোট ছোট শব্দ শুনি। সবগুলো মিলেই তৈরি হয় সেই পরিচিত মচমচ বা কড়কড় আওয়াজ। এখন প্রশ্ন হলো, সব প্লাস্টিকের প্যাকেট কি সমান শব্দ করে? মোটেও নয়। একটি সাধারণ বাজারের প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে নিলে হয়তো খুব সামান্য শব্দ হবে। কিন্তু চিপসের প্যাকেট বা ক্যান্ডির মোড়ক মচকালেই যেন পুরো ঘর কেঁপে ওঠে! এর কারণ প্যাকেট তৈরির ধরন। চিপসের প্যাকেট সাধারণত শুধু একটি পাতলা প্লাস্টিকের স্তর দিয়ে তৈরি হয় না। এতে একাধিক পাতলা স্তর থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পলিমারের পাতের ওপর অতি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের স্তরও থাকে। প্যাকেটের ভেতরের চকচকে রুপালি অংশটি আসলে সেই ধাতব স্তর। এর কাজ শুধু প্যাকেটকে চকচকে করা নয়; অক্সিজেন ও আর্দ্রতা ভেতরে ঢুকতে বাধা দিয়ে চিপসকে মচমচে রাখতে সাহায্য করে এটি। প্যাকেটের ভেতরে নাইট্রোজেন গ্যাস ভরা থাকার এটিও একটি কারণ।

চিপসের প্যাকেট মচকালেই যেন পুরো ঘর কেঁপে ওঠে!ছবি: উইকিমিডিয়া কমন্স

প্যাকেটের স্তরগুলো যত শক্ত ও দৃঢ় হয়, বাঁকানোর সময় তাতে তত বেশি স্থিতিস্থাপক শক্তি জমা হতে পারে। ফলে ভাঁজ হঠাৎ বদলে যাওয়ার সময় তৈরি হওয়া শব্দও হয় বেশি তীক্ষ্ণ ও জোরালো। এর একটি মজার উদাহরণ পাওয়া যায় ২০১০ সালে। তখন ফ্রিটো-লে সম্পূর্ণ পচনশীল উপাদান দিয়ে সানচিপস-এর একটি নতুন প্যাকেট বাজারে আনে। প্যাকেটটি মূলত ভুট্টা থেকে তৈরি পলিল্যাকটিক অ্যাসিড বা পিএলএ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নতুন প্যাকেটটি এত জোরে কড়কড় শব্দ করত যে ক্রেতাদের অনেকেই অভিযোগ করেন। পরীক্ষায় এর শব্দের মাত্রা প্রায় ৯৫ ডেসিবেল পর্যন্ত উঠেছিল, যা মোটরসাইকেলের শব্দের কাছাকাছি! সাধারণ প্লাস্টিকের ব্যাগের তুলনায় এর শব্দ ছিল প্রায় ৭৭ ডেসিবেল। পরে ফ্রিটো-লে প্যাকেটটির নকশা বদলে শব্দ কমিয়ে আনে।

প্যাকেটের স্তরগুলো যত শক্ত ও দৃঢ় হয়, বাঁকানোর সময় তাতে তত বেশি স্থিতিস্থাপক শক্তি জমা হতে পারে। ফলে ভাঁজ হঠাৎ বদলে যাওয়ার সময় তৈরি হওয়া শব্দও হয় বেশি তীক্ষ্ণ ও জোরালো।

তবে প্লাস্টিকের প্যাকেট নীরব জায়গায় এত জোরে শোনা যাওয়ার আরেকটি কারণ আছে। সেটা প্যাকেটের নয়, আমাদের কানের। একটি ব্যস্ত রান্নাঘরে একই প্যাকেট খুললে হয়তো শব্দটি তেমন কানে লাগবে না। কারণ আশপাশের নানা শব্দ প্যাকেটের ক্ষীণ শব্দকে ঢেকে দেয়। একে বলা হয় অডিওটরি মাস্কিং। কিন্তু নীরব ক্লাসরুম, লাইব্রেরি কিংবা গভীর রাতে ঘরে যখন চারপাশে প্রায় কোনো শব্দই নেই, তখন প্যাকেটের ছোট ছোট শব্দগুলোও স্পষ্ট শোনা যায়।

তার ওপর মানুষের কান সব ধরনের শব্দের প্রতি সমান সংবেদনশীল নয়। প্রায় ২ হাজার থেকে ৫ হাজার হার্জ কম্পাঙ্কের শব্দ আমরা তুলনামূলক ভালো শুনতে পাই। প্লাস্টিকের প্যাকেটের তীক্ষ্ণ কড়কড় শব্দের একটি বড় অংশ এই সংবেদনশীল কম্পাঙ্কের কাছাকাছি হওয়ায় তা আমাদের কানে আরও জোরালো বলে মনে হয়।

লেখক: প্রদায়ক, বিজ্ঞানচিন্তা
সূত্র: সায়েন্স এবিসি

শরীর ফিট রাখতে ছাড়ুন বাইক সাইকেল চালানোর অভ্যাস করুন

সুস্বাস্থ্য ও নিরোগ শরীর কে না চায়। কিন্তু শুধু তা চাইলেই তো হবে না, সুস্থ শরীর পেতে গেলে আজই আপনাকে নিজের প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দেও বদল আনতে হবে। আজকের দুনিয়ায় স্বল্প যাত্রার পথে যেতেও অনেকেই বাইকেই বেশি স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এতে ব্যয়ও যেমন বেশি, তেমনি শরীরেরও দফারফা। তাছাড়াও ঝুঁকি তো রয়েছেই। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শরীর ফিট রাখতে কম দূরত্বের পথ যেতে বাইক ছাড়ুন। বদলে সঙ্গী করুন সাইকেলকে। দু'চাকার এই যান পরিবেশবান্ধব তো বটেই তেমনি এটি আপনার শরীরেও

যথাসাধ্য খেয়াল রাখবে। স্বল্প দূরত্বের বাহন গ্রাম থেকে শহরসব জায়গাতেই একটা সময় সাইকেল ব্যবহৃত হতো। তবে বর্তমান সময়ে অনেকেই কম পথ যেতেও বাইক বা অন্য যানেই ভরসা রাখছেন। তা করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই শরীরের নানা ক্ষতি ডেকে আনছেন। তাই এবার নজর বদলান। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে আজই ঘরে আনুন সাইকেল। সাইকেল চালানোর স্বাস্থ্যগত কিছু উপকারের কথা বিস্তারিতভাবে জানানো হল।মানবস্বাস্থ্য এবং শারীরিক দক্ষতা বাড়াতে সাইক্লিংয়ের জুড়ি নেই। সাইকেল চালানোর সময় আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ মাংসপেশিগুলো বিভিন্ন মাত্রায় কাজে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে, পেশির গঠন দৃঢ় হয়। অন্য অনেক খেলাধুলার তুলনায় সাইক্লিংয়ে তেমন কোনও শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ মানুষই সহজেই সাইকেল চালাতে পারেন। একবার এটি শিখে ফেলতে পারলে সারা জীবনেও ভুলবেন না। অনেক ব্যায়াম বা শারীরিক অনুশীলনের চেয়েও সাইকেল চালানো অনেক সহজ। সাইকেল আপনার শরীরে গঠন ঠিক রাখে। নিয়মিত সাইক্লিংয়ে আপনার সাধের শরীরে মেদ জমবে না।

শারীরিক কার্যক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সার্বিকভাবেই যা আপনাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সাহায্য করবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত সাইকেল চালালে আপনার শরীরের রক্ত সংবহন পদ্ধতি ঠিক থাকে। শরীরের প্রতিটি অংশে প্রয়োনজনীয় রক্ত স্বাভাবিক গতিতে পৌঁছতে পারে। যা আপনাকে অনেক কঠিন রোগ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। সাইকেল চালানোর অভ্যাস আপনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখবে। তাই আর দেরি নয়। নিজেকে ও পরিবারের অন্যদেরও সাইকেল চালাতে উৎসাহ দিন। দেখবেন, দ্রুত ফল পাবেন।

ব্যায়াম করতে গিয়েই পেশিতে টান পড়ছে?

সুস্থ থাকতে প্রতি দিনের ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট থাকা যেমন জরুরি, তেমনই পর্যাপ্ত মাত্রায় ভিটামিন, খনিজ পদার্থও চাই শরীরের। আর এই খনিজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ক্যালশিয়াম। আমাদের হাড়, দাঁত সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ক্যালশিয়াম। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হয়।

তখনই শুরু হয় নানা রকমের শারীরিক সমস্যা। সমস্যা প্রতিরোধের জন্য সাপ্লিমেন্টও খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তবে কোন কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন যে শরীরে এই খনিজের অভাব হচ্ছে? ১) শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হলে পেশি ব্যথা, ক্র্যাম্প এবং খিঁচুনি অনুভব করতে পারেন। হাঁটাহাঁটি বা নড়াচড়া করার সময় উরু ও বাহুতে ব্যথা ছাড়াও হাত, বাহু, পা ও মুখের চারপাশে অসাড়তাও অনুভব হতে পারে। এ ধরনের সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। ২) ক্যালশিয়ামের অভাব হলে চরম ক্লান্তিভাব আসতে পারে। সব সময়ে আলস্য বোধ হতে পারে। এর প্রভাবে অনিদ্রার সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া, হালকা মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা এবং ব্রেন ফগও হতে পারে যেটি মনোযোগের অভাব, ভুলে যাওয়া এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ৩) শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হলে ত্বক শুষ্ক, নখ ভঙ্গুর, চুল মোটা, এগজিমা, ত্বকের প্রদাহ, চুলকানি এবং সোরিয়াসিসের মতো সমস্যা হতে পারে। ৪) আমাদের শরীরে ক্যালশিয়ামের সামগ্রিক মাত্রা কমে গেলে, শরীর হাড় থেকে ক্যালশিয়াম শুষে নেয়। এ কারণে হাড় ভঙ্গুর এবং আঘাত প্রবণ হয়ে ওঠে। অস্টিওপরোসিস রোগ বাসা বাঁধে শরীরে।

মোটা হওয়ার ভয় ভুলুন নিশ্চিন্তে নিয়ন্ত্রণে খান ভাত

আজকাল আমরা অনেকেই দেখা যায় খাদ্যের তালিকায় বাদ দিয়ে দিই ভাত। তবে এটা একেবারেই খারাপ। হ্যাঁ, যে কোনো খাবার বেশি পরিমাণে খেলে তার প্রভাব শরীরে পড়বেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভাতই দায়ী আপনার ওজন বাড়ার জন্যে। নতুন গবেষণা আমাদের এই ধারণায় জল ঢেলে দিয়েছে। নতুন গবেষণা বলছে মন ভরে ও পেট ভরে ভাত খেতে পারেন সকলেই। কারণ ভাতের যে গুণগুলি রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের কাছে। এছাড়া আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার পেট চলে এই কৃষিকাজে যেখানে ধান, গম চাষই মুখ্য। তাই সেই দেশে মূল খাবারে ভাত বাদ রাখাটাও একপ্রকার বিলাসিতাই বলা যায়। ১. কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে ভাত আপনাকে যোগাবে শক্তি। এক বাটি ভাত খেতেই পারেন যারা ডায়েট করছেন তারাও। বিশেষ করে যাদের দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে অফিসের কাজে বা বাড়ির কাজে, তাদের জন্যে এটা খুব পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এতে থাকা কার্বোহাইড্রেট শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মস্তিষ্কেরও একটানা কাজ করার ক্ষমতা চলে আসে। আরো পড়ুন- প্রাইমার-ফাউন্ডেশন-কনসিলার ছাড়ুন, বেস মেকআপ হবে একটাই প্রোডাক্টে ২.মাড়ির কার্যক্ষমতা বাড়াতে পারে ভাত। যেহেতু চিবিয়ে খেতে হয় তাই দাঁতের জোর বাড়ে। আবার দ্রুত হজম হয় বলে হজম ক্ষমতার উপর কোনো চাপ পড়ে না। সেই সঙ্গে টক্সিন বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দিতে পারে একবাটি ভাত ও শরীরকে আদ্রও রাখে। ৩. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ভাত। একবাটি ভাত খেলে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরে যায়। এতে কোলেস্টেরল ও সোডিয়ামের মাত্রা কম থাকায় ওজন বাড়তে দেয় না। ফাইবার বেশি থাকায় ওবেসিটি নিয়ন্ত্রণে থাকে। ৪. ভাত খেলে ভালো থাকে হার্ট। রাইস ব্র্যান অয়েলও খুব ভালো কোলেস্টেরল ও ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই ডাক্তারেরাও আজকাল এই তেলেই রান্না করতে বলছেন। ডায়াবেটিস ও হাইপার টেনশনের যম এই ভাত। ব্লাড সুগার লেবেলও থাকে নিয়ন্ত্রণে। কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য খুব ভালো থালে একবাটি ভাত প্রতিদিন খেলে।

হেঁচকি কেন উঠে, থামাবেন কীভাবে?

খাবার খাওয়ার সময়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে অথবা অবসর কাটানোর সময় হঠাৎ হেঁচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুব সাধারমত একটি বিষয়। এমনকি কোনো কারণ ছাড়াই যখন তখন মানুষের হেঁচকি শুরু হলে তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিপাকতন্ত্রের গোলমালের কারণেই মানুষের হেঁচকি আসে। মানুষের হেঁচকি আসে কেন? বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিহীন এই শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা সুনির্দিষ্ট কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। হেঁচকির সময় শ্বাসনালীতে খিঁচুনির মত হয় যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে। তখন ভোকাল কর্ড ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিক শব্দ তৈরি হয়। ফুসফুসের নীচের পাতলা মাংসপেশীর স্তর, যেটিকে ডায়াফ্রাম বলে, হঠাৎ সংকোচনের ফলেই হেঁচকি তৈরি হয়। হেঁচকি ওঠার একশো'র বেশি মেডিক্যাল কারণ থাকতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো খুবই সামান্য কারণেই হয়ে থাকে। ওষুধ নির্মাতা সংস্থা অ্যাকমের সিনিয়র ম্যানেজার ও চিকিৎসক আফরোজা আখতার বলেন, হেঁচকির সবচেয়ে সাধারণ কারণ দ্রুত খাবার গ্রহণ করা।

দ্রুত খাওয়ার কারণে খাবারের সাথে সাথে পেটের ভেতর বাতাস প্রবেশ করার কারণে ভ্যাগাস নার্ভের কার্যকলারপ বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে হেঁচকি তৈরি হয়। চেতনানাশক, উত্তেজনাবর্ধক, পার্কিনসন্স রোগ বা কেমোথেরাপির বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নেওয়ার ফলেও হেঁচকি তৈরি হতে পারে। এছাড়া কিছু অসুখের ক্ষেত্রেও মানুষের হেঁচকি হতে পারে। কিডনি ফেল করলে, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ক্লেরোসিস বা মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রেও অনেকের হেঁচকি তৈরি হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই হেঁচকি শুরু হওয়ার জন্য এসব কোনো কারণেই দরকর হয় না। হাসি বা কাশির মধ্যে, অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিদ্রুত খাবার গ্রহণ করা বা ঝাঁকসহ পানীয় বেশি পরিমাণে খেলে হেঁচকি সুরু হতে পারে, তবে কোনো ধরনের কারণ ছাড়াও হেঁচকি আসাটা একেবারেই অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। হেঁচকি ওঠাঠা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং সাধারণত মিনিটখানেকের মধ্যেই তা স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় হেঁচকির উদাহরণও কিন্তু রয়েছে। যেমন সবচেয়ে বেশি সময় ধরে হেঁচকি ওঠার বিশ্ব রেকর্ডের উদাহরণ হিসেবে মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের চার্লস অসবোর্নের ঘটনাকে। ১৯২২ সালে হেঁচকি তোলা শুরু করেন তিনি, কথিত সেসময় তিনি একটি শূকর ওজন করার চেষ্টা করছিলেন।

হেঁচকি থামানোর উপায় ঃ ঘরোয়াভাবে হেঁচকি থামানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মূলত দুইট মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। একটি হলো রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যেন শ্বাসনালীতে খিঁচুনি বন্ধ হয়। আরেকটি হল শ্বাসপ্রশ্বাস ও গলধকরণে মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ভ্যাগাস স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত কর। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী কয়েকটি পদ্ধতিতে হেঁচকি থামানো যায় ঃ- ১) কাগজের ব্যাগে নিঃশ্বাস ফেলা , ২) দুই হাঁটু বুক পর্যন্ত টেনে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, ৩) বরফ ঠাণ্ডা জল খাওয়া, ৪) কিছু দানাদার চিনি খাওয়া, ৫) লেবুতে কামড় দেওয়া বা একটু ভিনেগারের স্বাদ নেওয়া, ৬) স্বল্প সময়ের জন্য দম বন্ধ করে রাখা, কখন চিকিৎসার পরামর্শ নিতে হবে ঃ হেঁচকি সাধারণত আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়, তবে যদি অতি দীর্ঘসময় ধরে হেঁচকি উঠতে থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

সুস্থ থাকতে দুধ খাওয়ার প্রয়োজন

সুস্থ থাকতে দুধ খাওয়ার জুড়ি মেলা ভার। দুধে থাকা পুষ্টিগুণ শরীরের যত্ন নেয়। হাড় এবং দাঁত মজবুত করে। দুধের স্বাস্থ্যগুণের তালিকা বেশ দীর্ঘ। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও দুধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই জন্য করোনার সময়ে পুঁবিদ এবং চিকিৎসকেরা দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিতেন।

রোজ যদি দুধ খাওয়া যায়, তা হলে অনেক রোগবালাই থেকেও দূরে থাকা যায়। বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সে দুধ খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। শিশুর শারীরিক গঠনেও দুধের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু দুধেরও তো ভালমন্দ রয়েছে। অনেকেই বিভিন্ন সংস্থার প্যাকেট-দুধ কেনেন। কিন্তু তাতে নিয়মমাফিক দুধ খাওয়া হলেও, শরীর সঠিক পুষ্টিগুণ পায় না। শুধু দুধ খাওয়াই সার হয়। বিশেষ কোনও লাভ হয় না। তা হলে উপায়? প্যাকেটজাত দুধের বদলে বেছে নিতে পারেন বেশ কিছু বিকল্প। রইল তার সন্ধান।

গরুর দুধ-সদ্যোজাত শিশু থেকে বৃদ্ধ নির্ভয়ে গরুর দুধ খেতে পারেন যেকোনও বয়সে। গরুর দুধের মতো উপকারী খাবার খুব কমই আছে। এক কাপ গরুর দুধে থাকে ৮ গ্রাম মতো প্রোটিন। এ ছাড়াও এতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি, পটাশিয়ামের মতো উপাদান। যা একই সঙ্গে বিপাক হার বাড়িয়ে তোলে। দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

কাঠবাদাম দুধ- এও এক স্বাস্থ্যকর পানীয়। প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সহ আরও অনেক উপাদান আছে এই দুধে। অনেকেই আছেন যাঁরা, "ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট"। তেমন হলে এই দুধে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এর স্বাদ যেমন লা জবাব, তেমনি স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকেও এর জুড়ি মেলা ভার। ওজন কমানো থেকে হৃদ্যন্ত্র সুস্থ রাখা, এমনকি হাড় মজবুত করতেও কাঠবাদামের দুধ উপকারী।

সয়া দুধ- হাড় সুস্থ রাখতেও মজবুত করতে সয়া দুধ সত্যিই উপকারী। ভিটামিন ডি, ক্যালশিয়াম এবং অন্যান্য উপকারী উপাদানে সমৃদ্ধ সয়া দুধ হাড়ের যত্ন নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া, দুধের বিকল্প হিসাবেও সয়া দুধ খেতে পারেন অনায়াসে।

মনে মনে পড়া না শব্দ করে পড়া, কোনটা ভালো

আব্দুল কাইয়ুম

সাধারণত ছোটবেলায় আমরা জোরে শব্দ করে পড়ি। এতে সুবিধা হলো, বইয়ের লেখাগুলো ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছি কি না, তা আমাদের অভিভাবক বা শিক্ষকেরা শুনে বুঝতে পারেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিতে পারেন। এদিক থেকে শব্দ করে পড়া ভালো। বইয়ে লেখা বাক্যগুলো নিজ থেকে নির্দিষ্ট কোনো ছন্দ বা অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না। সশব্দে পড়লে পাঠক লেখার নিষ্প্রাণ অক্ষরগুলোকে আবেগ-অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করতে পারে। এদিক থেকে এর সুবিধা রয়েছে। তবে নীরবে পড়ারও কিছু সুবিধা রয়েছে। নিঃশব্দে দ্রুত পড়া যায় এবং তা সহজে মনে থাকে। সাধারণত একটু উঁচু ক্লাসের শিক্ষার্থীরা নীরবে পড়া সুবিধাজনক বলে মনে করে। কোনো অনুচ্ছেদ সহজে শেখার জন্য শব্দ করে পড়লে ভালো না মনে মনে পড়লে ভালো, এ বিষয়ে আমেরিকায় একবার প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের ৮৯ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। দেখা যায়, এ দুইয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই (সূত্র: সাইকোলজি ইন দ্য স্কুলস: অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারভেনশন অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং, খণ্ড ৪৮, সংখ্যা ১, পৃ. ৪-১৩, জানুয়ারি ২০১১)। সশব্দে পড়ার সুবিধা হলো যা পড়ছি, সেটা আবার কানে শুনে বুঝে নিচ্ছি। আর নীরবে পড়ার সুবিধা হলো কোনো বড় লেখার সবটুকু অংশ পড়ার প্রয়োজন না থাকলে দ্রুত প্রয়োজনীয় অংশে চোখ নিয়ে যেতে পারি। তাই বলা যায়, দুই ধরনের পড়ায় সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে।

মোদির জন্মদিনের কর্মসূচিতে সরকারি সম্পদ ব্যবহারে আপত্তি জিতেন্দ্রর

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন এবং তাঁর ২৫ বছরের জনজীবন উপলক্ষে ত্রিপুরায় আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন। 'জনসেবাই প্রভু সেবা' শীর্ষক ভাবনাকে সামনে রেখে জনসেবা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কল্যাণমূলক পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রক্তদান শিবির, পরিষেবা শিবির, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কর্মসূচি-সহ একাধিক উদ্যোগ রয়েছে।

আজ এক ভিডিও বার্তায় জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে পালন করলে তাতে তাঁর আপত্তি নেই। তবে একজন কর্মরত রাজনৈতিক নেতার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে রাজ্য সরকার, সরকারি অর্থ এবং প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যবহার করা নিয়ে তাঁর আপত্তি রয়েছে।

এই অভিযানের জন্য কত টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, অর্থের উৎস কী এবং মাসব্যাপী কর্মসূচিতে কত টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে, তা প্রকাশ করার দাবি জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক দল তাদের নেতার জন্মদিন উপলক্ষে কর্মসূচি পালন করতে পারে। কিন্তু সেই কর্মসূচিতে সরকারি অর্থ বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত নয়।

বিরোধী দলনেতা রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। অঙ্গনওয়াড়ি ও অন্যান্য প্রকল্পের কর্মীদের বিভিন্ন পাওনা পরিশোধে বিলম্ব, পেনশন সংক্রান্ত সমস্যার পাশাপাশি পুলিশ কর্মী এবং স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের আর্থিক বিষয় নিয়ে তিনি অভিযোগ তোলেন।

গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর দাবি, বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পে বহু শ্রমিক প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম দিনের কাজ পেয়েছেন। পাশাপাশি রাস্তা মেরামত, সরকারি দফতরে শূন্যপদ এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ও তিনি তুলে ধরেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্য, সরকারি অর্থ ব্যয় করে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মসূচি আয়োজনের আগে রাজ্য সরকারের উচিত মানুষের এই সমস্যাগুলির সমাধান করা।

তিনি 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর আর্থিক সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রকাশের দাবি জানান। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মসূচিতে সরকারি সম্পদ ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি। এ ধরনের সরকারি অর্থে পরিচালিত কর্মসূচিকে তিনি ''অবৈধ, অনৈতিক ও অনিয়মিত'' বলে অভিহিত করে তা বন্ধ করার দাবি জানান।

বিশালগড়ে রক্তদান শিবির

বিশালগড়, ১৬ সেপ্টেম্বর: শহীদ কমরেড গৌতম প্রসাদ দত্তের ৪৭তম শহীদান দিবস উপলক্ষে বুধবার বিশালগড়ের অফিসটিলা সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এদিনের শিবিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকসহ বিভিন্ন স্তরের রক্তদাতারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদানের মাধ্যমে মানবসেবার বার্তা তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারীরা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় সিপিআই(এম) মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার, এসএফআই বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক হিমাদ্রি ঘোষ, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।শহীদ কমরেড গৌতম প্রসাদ দত্তের স্মৃতিকে স্মরণ করে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন রক্তদাতারা।

Agartala, west Tripura.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD on 22/09/2026.

Auction

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Dismantling and removal of Abandoned building of Udaipur Eng. Med. H.S. School (South Block), Udaipur, Gomati Tripura for the year 2026-27. PNICA No: 07/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. DNIeA No: 06/SE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. .	Rs. 27016.00	Rs. 1000.00	20(Twenty) Days	23/09/2026 11.00 Hrs	23/09/2026 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/ 1208-10

Dated, Agartala the 14/09/2026

ICA/C-1961/26

Bulbul Ch. Das
Executive Engineer
Engineering Cell.
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu
Bihar Complex

PNIET No.: 13/EE/UDP-DIVN/UDP/2026-27, Dated. 14.09.2026

The Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, Udaipur Gomati District Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	DNIT No.: 137/NIT/SE-III/R/2026-27	₹ 50,55,844.00	₹1,01,117.00	180 Days	Up to 03.00 PM on 22.09.2026	At 04.00 PM on 22.09.2026, if Possible.
	DNIT No.: 19/DNIT/EE/PWD/UDP/R/2026-27	₹ 23,33,084.00	₹46,662.00	120 Days		

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
Bid Fee of ?4000.00 only for Sl. No.01 & 1000.00 only for Sl. No.02 (Non Refundable).
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1967/26

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ৪ দফা দাবিতে টিএসইউর স্মারকলিপি

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: আদিবাসী শিক্ষার্থীদের চার দফা দাবি নিয়ে বুধবার আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের পরিচালকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (টিএসইউ)। টিএসইউর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দীপ সেনা দেববর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল এদিন দপ্তরের পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে।

টিএসইউর সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, চিকিৎসা সহায়তা, হোস্টেলের খাবারের মান এবং ছাত্রীদের জন্য স্থায়ী আবাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তারা দাবি জানিয়ে আসছেন।

টিএসইউর প্রথম দাবি, রাজ্যের ট্রাইবাল হোস্টেলগুলিতে স্থায়ী হোস্টেল ওয়ার্ডেন এবং স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করতে হবে। সংগঠনের অভিযোগ, হোস্টেলগুলিতে স্থায়ী ওয়ার্ডেন ও নিরাপত্তারক্ষীর অভাবের কারণে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে।

এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি হোস্টেলের এক ছাত্রীর ছাদ পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাটিও উল্লেখ করে টিএসইউ। বর্তমানে ওই ছাত্রী জিবি হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। একই সঙ্গে আগরতলার বিভিন্ন হোস্টেলে অতীতে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনাও তুলে ধরে সংগঠনটি।

অনঙ্গমোহিনী হোস্টেলে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী এবং স্পোর্টস অ্যাকাডেমির হোস্টেলে এক আদিবাসী ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা উল্লেখ করে টিএসইউ প্রশ্ন তোলে, রাজধানী শহরের হোস্টেলগুলিতে বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও এর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় কেন।

সংগঠনের অভিযোগ, প্রতিটি ঘটনার পর তদন্তের কথা বলা হলেও তদন্তের অগ্রগতি বা ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়, সেজন্য হোস্টেলগুলিতে স্থায়ী ওয়ার্ডেন ও নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে।

টিএসইউ জানায়, দপ্তরের পক্ষ থেকে হোস্টেল ওয়ার্ডেন ও নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের। টিএসইউর প্রশ্ন, দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার স্বার্থে স্থায়ী নিয়োগ করা হবে না কেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতেই জোর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দাবিতে, হোস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে আহত ছাত্রী জুবিকা ত্রিপুরার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সরকার বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বহন করার দাবি জানানো হয়েছে। টিএসইউর বক্তব্য অনুযায়ী, জুবিকা ত্রিপুরা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসে পড়াশোনা করছেন এবং বর্তমানে তাঁর পায়ে গুরুতর চোট রয়েছে। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানা গেছে। তাই তাঁর চিকিৎসার জন্য যত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন, তা দপ্তরের পক্ষ থেকে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

তৃতীয় দাবিতে, আগরতলা শহরের সরকারি ও এনজিও পরিচালিত হোস্টেলগুলিতে শিক্ষার্থীদের খাবারের মান ও পরিমাণ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে টিএসইউ। সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর মাথাপিছু খাবারের বরাদ্দ ৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হলেও বাস্তবে অনেক হোস্টেলে খাবারের মান এখনও সন্তোষজনক নয়। কোথাও কোথাও এক বস্তা আলু দিয়ে প্রায় এক মাস চালিয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি রয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

সরকারি আধিকারিকদের হোস্টেলগুলি পরিদর্শন করে খাবারের মান ও পরিমাণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নিম্নমানের খাবার সরবরাহের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

চতুর্থ দাবিতে, আগরতলা শহরের ডিগ্রি কলেজগুলিতে পড়াশোনা করা গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের জন্য একটি স্থায়ী হোস্টেল নির্মাণের দাবি জানিয়েছে টিএসইউ। সংগঠনের বক্তব্য, শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য আসা বহু ছাত্রকে আবাসনের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই তাঁদের সুবিধার জন্য আগরতলা শহরে ছাত্রদের জন্য একটি স্থায়ী হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হলে বহু শিক্ষার্থী উপকৃত হবেন।

এই চার দফা দাবিকে সামনে রেখেই এদিনের ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছে টিএসইউ। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দপ্তরের আধিকারিকরা দাবিগুলি নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে সেই আশ্বাস বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটিই দেখার বিষয়।

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited from Bonafide Contractors / Agencies / Firms on behalf of Mohanpur Municipal Council for supply of Street Lights under Mohanpur Municipal Council. The prescribed quotation Documents, Terms & Conditions and Formats for submission of the quotation are available in the office of the Chief Executive Officer, Mohanpur Municipal Council, Mohanpur, West Tripura.

Quotation sale and submission will start from 16/09/2026 to 24/09/2026 up to 3:00 P.M. on all working days. Quotations received after the said date and time will be rejected without any explanation. The decision of the competent authority of Mohanpur Municipal Council will be final in any set of circumstances related to the said work.

ICA/C-1965/26

Chief Executive Officer,
Mohanpur Municipal Council
Mohanpur, West Tripura

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চুরির অভিযোগ বিশালগড়ে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

বিশালগড়, ১৬ সেপ্টেম্বর: বিশালগড়ে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের বাড়িঘরে চুরির ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এবার চুরির ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম লক্ষ্মীপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার রাতে বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ।বুধবার সকালে স্কুল খুলতে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামগ্রী ও বৈদ্যুতিক তার নিয়ে গিয়েছে চোরের দল। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।স্থানীয় সূত্রে দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে বিশালগড় এলাকায় চুরির ঘটনা একের পর এক সামনে আসছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের বাড়িঘরবিভিন্ন জায়গায় চুরির অভিযোগ উঠছে। ফলে এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।এদিকে, বিশালগড় থানার পুলিশকে নিয়েও নানা অভিযোগ উঠছে। সম্প্রতি বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাসসহ চার পুলিশ আধিকারিককে ক্লোজ করার পরও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা পৃথকভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, একের পর এক চুরির ঘটনায় জেলা প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।বুধবার সকালে পশ্চিম লক্ষ্মীপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঘটনার বিস্তারিত জানান।

অমরপুরে ভোটগ্রহণ কর্মীদের মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর: অমরপুর ব্লকের অধীনে এডিসির ১৮টি ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন লক্ষ্যে আজ সংশ্লিষ্ট ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি ও বিআরসি হলে ভোটের কাজে নিযুক্ত ভোটগ্রহণ কর্মীদের প্রথম দফার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় ৩৩০ জন ভোটগ্রহণ কর্মী, ৮ জন সেক্টর অফিসার এবং ৪ জন এআরও উপস্থিত ছিলেন। এতে বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার সঞ্জীব দেবনাথ নির্বাচনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভোটগ্রহণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পর্যবেক্ষক তথা রাজস্ব দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা কমল দেববর্মা।

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
SOUTH TRIPURA, BELONIA.

Invitation

Sir/Madam,

It is a matter of immense pleasure to let you know that the District Level Programme of "Ashirwad Ka Diya" under "Seva Sankalpa Abhiyan" in South Tripura District will be held on 17th September 2026 at 6.30 PM at Vidyapith Ground.

Inaugurator cum Chief Guest : **Shri Sudhangshu Das,** Hon'ble Minister for SCW, ARD & Fisheries Departments, Government of Tripura.
Special Guest : **Shri Dipak Datta,** Hon'ble Sabhadhipati, South Tripura Zilla Parishad.
Guest of Honour : **Smt. Swapna Majumder,** Hon'ble MLA, 34-Rajnagar (SC) A/C, South Tripura.
Shri Pramod Reang, Hon'ble MLA, 36-Santirbazar (ST) A/C, South Tripura.
Shri Mailafru Mog, Hon'ble MLA, 39-Manu (ST) A/C, South Tripura.
Muhammad Sajad P., IAS, DM & Collector, South Tripura.
Shri Mourya Krishna C., IPS, Superintendent of Police, South Tripura.
Shri Dipayan Choudhury, Member, Tripura Sports Council.
Shri Sayantan Datta , Social Activist, Belonia, South Tripura.
Preside over by : **Shri Nikhil Ch. Gope ,** Hon'ble Chairperson, Belonia Municipal Council.

Your gracious presence is highly solicited.

With Regards,
(Md. Habij Uddin)
ADM & Collector,
South Tripura, Belonia.

ICA/D-993/26

হাওড়ায় একাধিক সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে ভাঙচুর, বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ; দাবি অস্বীকার

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বালি এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে একাধিক কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)-র (সিপিআই(এম)) পার্টি অফিসে দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি। বুধবার সিপিআই(এম) নেতারা এই অভিযোগ করেন। তবে ঘটনায় বিজেপির ভূমিকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে গেরুয়া শিবির।

সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, হামলার পিছনে শাসক দল বিজেপির ভূমিকা রয়েছে। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ খারিজ করে জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই।

সিপিআই(এম) নেতাদের দাবি, পাঁচাননতলা রোডের দেওয়ানগাজি জোনাল পার্টি অফিস এবং বেলুড় স্টেশন রোডের আরও একটি পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। এছাড়াও এলাকার আরও কয়েকটি দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও তছনছ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

সিপিআই(এম)-এর এক নেতা জানান, রাত প্রায় ১১টা নাগাদ মোটরবাইকে করে একদল দুষ্কৃতী এসে হামলা চালায়। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে ভাঙচুর চলে বলে তাঁর দাবি।

ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে বালি খালের কাছে পাঁচাননতলায় সিপিআই(এম)-এর যুব সংগঠন ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই)-এর একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে দলের নেত্রী দীপ্সিতা ধর-সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। সিপিআই(এম) নেতাদের দাবি, কর্মসূচির পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয় এবং পরে রাতে দলীয় কার্যালয়গুলিতে হামলার ঘটনা ঘটে।

সিপিআই(এম) জেলা কমিটির সদস্য শঙ্কর মৈত্র অভিযোগ করেন, রাত ১১টার দিকে স্থানীয় বিজেপি নেতারা বাইকে করে এসে চারটি দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালান। একটি কার্যালয়ে তালাও লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভাঙচুরের পর দলীয় তরফে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

অন্যদিকে, বিজেপি নেতা রাজা গোস্বামী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তাঁরা গণেশ পুজো এবং খিচুড়ি বিতরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যে হাওড়া স্টেশনে যুব মোর্চার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকেই তিনি বাম দলের কার্যালয়ে হামলার খবর জানতে পারেন বলে দাবি করেন। বিজেপির সঙ্গে এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই বলেও তিনি জানান।

এর আগে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতেও একটি সিপিআই(এম) কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায়ও সিপিআই(এম) বিজেপি-ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল। দলের অভিযোগ ছিল, জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডে অবস্থিত জেলা পার্টি অফিসের গেটে লাঠি দিয়ে ভাঙচুর চালানোর পর কার্যালয়ের সামনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।ওই ঘটনার পর সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

জিবিতে জেবিকাকে দেখতে এনএসইউআই প্রতিনিধি দল

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: সুপারি বাগানস্থিত অনঙ্গমোহিনী গার্লস হোস্টেলের তিনতলা ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী জেবিকা ত্রিপুরাকে দেখতে বুধবার জিবি হাসপাতালে যায় ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআই -এর একটি প্রতিনিধি দল। রাজ্য সভাপতি আমির হোসেনের নির্দেশে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং দুর্ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেন।এনএসইউআই-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, হোস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে এক ছাত্রী গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। সংগঠনের অভিযোগ, এই ঘটনা হোস্টেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতা ও ছাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।জেবিকা ত্রিপুরার দুর্ঘটনার জন্য হোস্টেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে এনএসইউআই-এর পক্ষ থেকে সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত ছাত্রী হোস্টেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, হোস্টেলগুলিতে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এবং শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপও দাবি করেছে সংগঠনটি।এনএসইউআই-এর বক্তব্য, হোস্টেলে থাকা ছাত্রীরা যাতে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। অন্যথায় আগামী দিনে ছাত্র কংগ্রেস তথা ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআই রাজ্য সরকার ও হোস্টেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

মাদক ও সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদ থেকে দূরে থাকুন, শিক্ষক-অভিভাবকদের বিশ্বাস করুন: পড়ুয়াদের কাশ্মীর পুলিশের আইজি

শ্রীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পড়ুয়াদের মাদক, অনলাইন বেটিংসহ সোশ্যাল মিডিয়ার নানা ফাঁদ এবং সহজে পাওয়া আনন্দের প্রলোভন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কাশ্মীরের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) সুজিত কুমার। একই সঙ্গে তিনি পড়ুয়াদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের উপর আস্থা রেখে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার আহ্বান জানান।

মঙ্গলবার শ্রীনগরের একটি স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিভাবক, শিক্ষক ও পড়ুয়াদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইজিপি সুজিত কুমার বলেন, পড়ুয়াদের পাশে থাকার জন্য পুলিশ সবসময় প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উচিত শিক্ষকদের নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং অভিভাবকদের উপর বিশ্বাস রাখা।

পড়ুয়াদের সতর্ক করে তিনি বলেন, ''মাদক থেকে দূরে থাকুন। বেটিংয়ের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদ থেকেও দূরে থাকুন। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় কখনও সহজ রাস্তা বা তাৎক্ষণিক আনন্দের সন্ধান করবেন না।'' তাঁর কথায়, তরুণদের মধ্যে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভা, কল্পনাশক্তি ও শক্তি রয়েছে। তবে তাৎক্ষণিক তৃপ্তির প্রলোভন থেকে নিজেদের দূরে রাখতে হবে।

আইজিপি বলেন, বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের ক্ষতিকর কার্যকলাপ তরুণদের আকৃষ্ট করছে। বেটিং ও প্রতারণার মতো বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া অনেক সময় তরুণদের জন্য একটি ফাঁদে পরিণত হতে পারে। তাই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হলে দৃঢ় মানসিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ জরুরি।

তিনি পড়ুয়াদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা নেওয়ার পাশাপাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন। তাঁর কথায়, নিজেদের শক্তিকে একত্রিত করে ভালো শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের পরামর্শ মেনে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

অনুষ্ঠানে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের কথাও তুলে ধরেন আইজিপি। তিনি জানান, ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ জে. এইচ. নোলিস মাত্র পাঁচজন পড়ুয়াকে নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু করেছিলেন। পরে ক্যানন সি. এস. টিন্ডেল বিসকো স্কুলে যোগ দেওয়ার পর পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২০০ থেকে বেড়ে এক হাজারে পৌঁছায়। এই দীর্ঘ যাত্রাকে তিনি সাফল্য, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

নিজের স্কুলজীবনের একটি শিক্ষার কথাও স্মরণ করেন সুজিত কুমার। তিনি জানান, তাঁর এক শিক্ষক বলেছিলেন, মানবসভ্যতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সভ্যতাকে বাগানের গোলাপের সঙ্গে তুলনা করে ওই শিক্ষক বলেছিলেন, সংস্কৃতি হল সেই গোলাপের সুগন্ধ। গোলাপের ফুল গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেলেও তার সুগন্ধকে আলাদা করা যায় না।

অনুষ্ঠানে শিমলা ও কাশ্মীরের সংস্কৃতির মিলনকে হিমালয়ের দুই উপত্যকার 'সুগন্ধ'-এর সঙ্গে তুলনা করেন আইজিপি। তাঁর মতে, অনুষ্ঠানে যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন দেখা গেছে, তা দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাইরের রাজ্য থেকে আসা অভিভাবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত জানিয়ে আইজিপি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের নিজস্ব শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এবং তাঁদের হাত ধরেই আগামী প্রজন্ম এগিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, মাদক, অনলাইন বেটিং, সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদ এবং প্রতারণার মতো নতুন সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করা জরুরি। যতদিন এই সংস্কৃতির সুগন্ধ বজায় থাকবে, ততদিন শিশুদের নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রেও আশাবাদী থাকা যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কাশ্মীরের স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া পড়ুয়াদের নিজেদের শিকড় ও পরিচয় তুলে ধরার আহ্বান জানান আইজিপি। তিনি বলেন, তাঁদের জানাতে হবে তাঁরা কোন মাটির সন্তান এবং কাশ্মীরের শক্তি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কী।

২০২৪ টেট উত্তীর্ণদের দ্রুত নিয়োগের দাবিতে সরব পরীক্ষার্থীরা

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: ২০২৪ সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের নিয়োগ-সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য, ২০২৪ সালে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি অনুযায়ী, প্রায় ৪০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র প্রায় ১,৮০০ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এত কম সংখ্যক পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, শহরকেন্দ্রিক কিছু বিদ্যালয় বাদ দিলে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার বহু স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। শিক্ষক সংকটের কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সমস্যা হচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলে দাবি তাঁদের।এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন টেট উত্তীর্ণরা। তাঁদের দাবি, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের কাছে বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সহযোগিতা চাওয়া হলেও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যাশিত সাড়া পাননি।সাংবাদিক সম্মেলন থেকে পরীক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের দাবি দ্রুত পূরণ না হলে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। তাঁদের মূল দাবি, ২০২৪ সালের টেট উত্তীর্ণ সকল যোগ্য পরীক্ষার্থীকে দ্রুত নিয়োগ এবং রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকট দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।সরকারের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন জানিয়েছেন টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা।

টিসিপিসিআর-এর উদ্যোগে প্রথম শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কনক্লেভ অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (টিসিপিসিআর)-এর উদ্যোগে আজ মেলারমাঠে কমিশনের কার্যালয়ে প্রথম শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডাব্লিউসি), ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ সোশ্যাল এডুকেশন (ডাইস), ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রটেকশন অফিসার (ডিসিপিও) এবং চাইল্ড হেল্পলাইন (সিএইচএল)-এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এই কনক্লেভের মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। কনক্লেভে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে ছিল, জুভেনাইল জাস্টিস এক্ট ও পসকো এক্ট-এর কার্যকর বাস্তবায়ন। পসকো মামলার দ্রুত তদন্ত ও নিষ্পত্তি এবং শিশু-বান্ধব পদ্ধতি নিশ্চিত করা। পসকো মামলায় শিশু ও ভুক্তভোগীর প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। শিশু পাচার প্রতিরোধ এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় শিশুদের সুরক্ষা। অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তা ও সাইবার সুরক্ষা। বিদ্যালয়ে নিরাপদ ও শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা। চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮-এর কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা এবং দ্রুত সহায়তা নিশ্চিত করা। বিভিন্ন জেলার শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও সফল উদ্যোগ নিয়ে মতবিনিময়। এছাড়াও আরটিই এক্ট-এর ১২(১) সি ধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বেসরকারি বিদ্যালয়ে নির্ধারিত আসন সংরক্ষণের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, পড়াশোনা এবং শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলিও আলোচনায় উঠে আসে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) এবং শিশুদের মধ্যে লার্নিং ডিসেবিলিটি দ্রুত শনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। কনক্লেভে জেলার বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা, অভিজ্ঞতা ও ভালো উদ্যোগ তুলে ধরা হয়। আলোচনার মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতি চিহ্নিত করে সমন্বিত উদ্যোগ ও বাস্তবসম্মত সুপারিশ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিনদুপুরে বিশালগড়ে মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই

বিশালগড়, ১৬ সেপ্টেম্বর: বিশালগড় কলেজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এক মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকায়।

জানা গেছে, আগরতলার সুভাষনগর এলাকা থেকে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে স্কুটিতে করে বিশালগড়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন জাগৃতি চৌধুরী পাল। বিশালগড় কলেজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কে পৌঁছানোর পর আচমকা ছিনতাইকারীরা তাঁর গলা থেকে প্রায় দুই ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর বিষয়টি জানিয়ে বিশালগড় থানায় ছিনতাইয়ের মামলা দায়ের করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ছিনতাইকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকায় চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। দিনের বেলায় জনবহুল এলাকায় মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিয়মিত পুলিশি নজরদারি ও টহল আরও জোরদার করা প্রয়োজন। ছিনতাইয়ের ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। পাশাপাশি বিশালগড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

সরকারের সমালোচনা

● **প্রথম পাতার পর** নিয়োগপত্র না দেওয়ার মতো বিষয় নিয়ে কোনও সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন তুললেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি ত্রিপুরায় কয়েকটি কেবল চ্যানেলের ক্ষেত্রেও সম্প্রচার বন্ধ বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা ঘটেছে। সরকারের সঙ্গে কোনও সংবাদমাধ্যমের মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সেই কারণে কোনও সংবাদমাধ্যমের সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া বা কেবল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলে তা বাকস্বাধীনতার উপর আঘাত বলে মন্তব্য করেন তিনি।বর্তমান সরকারের আমলে সংবাদপত্রের উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি কিছু সংবাদমাধ্যমকে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগও তোলেন। তাঁর বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমের কাজ সরকার কিংবা বিরোধী দলের প্রশংসা করা নয়, বরং তথ্য ও সত্যের ভিত্তিতে জনস্বার্থের বিষয় তুলে ধরা।এদিন রাজ্য সরকারের দুর্নীতি নিয়েও সরব হন জিতেন্দ্র চৌধুরী। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা বললেও বাস্তবে দুর্নীতি বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। পিডব্লিউডি, স্বাস্থ্য, পুলিশসহ বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁর দাবি, উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে নিচুতলার কর্মীদের একাংশ পর্যন্ত এর প্রভাব পড়ছে এবং এর ফলে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের

● **প্রথম পাতার পর** দেবনাথ, জয়ব্রত দেবনাথ ও অভিজিত আচার্যি বলে জানা গেছে। আহতদের অভিযোগ, ব্যবসা সংক্রান্ত একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে অপর পক্ষের সঙ্গে প্রথমে তাঁদের কথা কাটাকাটি হয়। পরবর্তীতে সেই বিবাদ হাতাহাতি ও সংঘর্ষের রূপ নেয়।আহতদের অভিযোগ, তাঁদের উপর হামলা চালান নিতু চন্দ, জয়দীপ চন্দ, মনিদীপ চন্দ এবং তাঁদের দোকানের এক কর্মচারী। সংঘর্ষে তিনজন আহত হওয়ার পর তাঁদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।আহতদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে তাঁরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।তবে দুই পক্ষের বক্তব্য এবং পুলিশের তদন্তের পরই সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ ও ঘটনার বিস্তারিত তথ্য স্পষ্ট হবে। ঘটনার বিষয়ে পুলিশি তদন্তের অপেক্ষায় রয়েছেন স্থানীয়রা।

রানীরবাজারে বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁরা কোনও স্পষ্ট তথ্য দিতে পারেননি বলে অভিযোগ।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বৃদ্ধার অসুস্থতার সময় বাড়িতে কোনও চিকিৎসককে ডাকা হয়নি এবং তাঁকে হাসপাতালে নিয়েও যাওয়া হয়নি। এমনকি মৃত্যুর পর বিষয়টি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের জানানো হয় বলে অভিযোগ।

বুধবার সকালে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা বাড়িতে এসে মৃত্যুর ঘটনায় বিভিন্ন অসঙ্গতি দেখতে পান বলে দাবি করেন। এরপর তাঁরা রাণীরবাজার থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত ছেলে ও পুত্রবধূকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

পরিজনদের একাংশের অভিযোগ, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বালিশ চাপা দিয়ে আঁখি ঘোষকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রমাণিত নয়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি জানিয়েছেন মৃতার পরিজনরা।

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ছেলে ও পুত্রবধূর হাতে বৃদ্ধা নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিলেন। তাঁদের দাবি, কিছুদিন আগে নির্যাতনের কারণে আঁখি ঘোষ তাঁর বোনের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। প্রায় তিন দিন আগে তিনি আবার নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর তাঁকে ঠিকমতো খাবার দেওয়া হতো না বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

বৃদ্ধার মৃত্যুকে ঘিরে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এলাকায়। কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং এর পেছনে কোনও অপরাধমূলক ঘটনা রয়েছে কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধনগর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাজ্যে বিনিয়োগের

● **প্রথম পাতার পর** সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র এবং রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ ও পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরির বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন।

বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ তাঁদের দপ্তরের আওতাধীন মৌ স্বাক্ষর ও বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির বর্তমান অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রস্তাব ও ডিপিআর সংগ্রহ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬ -এর মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ৪৫৮টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরাকে বিনিয়োগ ও শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, ডেয়ারি, লাইভস্টক, ইভি চার্জিং সহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক ও কৃষিজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিনিয়োগ বাস্তবায়নে জমি, বিদ্যুৎ ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি দপ্তরে নির্দিষ্ট নোডাল অফিসার রেখে তাঁদের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও আন্তঃদপ্তরীয় সমন্বয় নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আরও সহজ, স্বচ্ছ ও সমন্বিত করার উপরও গুরুত্ব দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। মৌ স্বাক্ষরের পর তার বাস্তবায়নই এখন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বিনিয়োগকারীদের সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে সমাধান এবং প্রকল্পগুলিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

বৈঠকে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বলেন, বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির ক্ষেত্রে নিয়মিত ফলো-আপ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ বজায় রেখে জমি, পরিকাঠামো, অনুমোদন সহ বিভিন্ন বিষয় সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

চুরি যাওয়া স্বর্ণের চেইন দিয়ে এক লক্ষাধিক টাকার গোল্ড লোন, নথিপত্র খতিয়ে দেখছে পুলিশ

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: যোগেন্দ্রনগর এলাকায় চেইন ছিনতাইকাণ্ডের তদন্তে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল পুলিশ। তদন্তে চুরি যাওয়া স্বর্ণের চেইন উদ্ধার হওয়ার পাশাপাশি, ওই চেইন একটি গোল্ড লোন সংস্থায় জমা রেখে এক লক্ষ টাকারও বেশি ঋণ নেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানা যায়, উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের চেইনটির বাজারমূল্য দুই লক্ষ টাকারও বেশি হতে পারে। তবে কীভাবে চুরি যাওয়া চেইনটি গোল্ড লোন সংস্থায় জমা পড়ল এবং কোন নথিপত্রের ভিত্তিতে তার বিপরীতে ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী পুলিশ।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, সংশ্লিষ্ট গোল্ড লোন সংস্থাকে থানার পক্ষ থেকে আইনগতভাবে চিঠি পাঠানো হবে। পাশাপাশি, সংস্থার ম্যানেজারকেও প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও প্রমাণপত্র নিয়ে থানায় হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হবে।

ওসি জানান, গোল্ড লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ নথিপত্র ও প্রমাণপত্র উপস্থাপন করতে না পারলে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার এবং সেটি জমা রেখে ঋণ নেওয়ার তথ্য সামনে আসায় তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। চেইনটি কার মাধ্যমে সংস্থায় জমা পড়েছিল, ঋণ নেওয়ার সময় কী কী নথি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, সে বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এদিকে, আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবের আগে শহরে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। উৎসবের মরশুমে এ ধরনের অপরাধ রুখতে পুলিশ আগামী দিনে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই নজর সাধারণ মানুষের।

স্বর্ণালঙ্কার সহ আটক মহিলা

● **প্রথম পাতার পর** প্রি-এম্বার্কেশন নিরাপত্তা পরীক্ষার সময় তাঁর ব্যাগেজে অস্বাভাবিক ধাতব বস্তুর উপস্থিতি ধরা পড়ে। এরপর ব্যাগটি শারীরিকভাবে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়।

পরবর্তী তল্লাশিতে ব্যাগেজ থেকে তিনটি সন্দেহভাজন সোনার চুড়ি উদ্ধার হয়। পাশাপাশি প্রায় ৮০০ গ্রাম রুপোর গয়না পাওয়া যায়, যার আনুমানিক মূল্য ২ লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে।

এরপর ওই মহিলা যাত্রীর শারীরিক তল্লাশি চালানো হলে তাঁর কাছ থেকে আরও দুটি সন্দেহভাজন সোনার চুড়ি উদ্ধার করেন সিআইএসএফ জওয়ানরা। সব মিলিয়ে পাঁচটি সন্দেহভাজন সোনার চুড়ি উদ্ধার হয়। ঘটনার পর বিষয়টি বিমানবন্দরের কাস্টমস আধিকারিকদের জানানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলা যাত্রী সন্দেহভাজন সোনার বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেননি বলে কাস্টমস সূত্রে জানা গেছে।

কর্তৃপক্ষের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ওই যাত্রী জানান, সীমান্তের ওপার থেকে সন্দেহভাজন সোনা নিয়ে কলকাতায় গয়না তৈরির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিনি।

দুপুর প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিটে কাস্টমস আধিকারিকরা পাঁচটি সন্দেহভাজন সোনার চুড়ি এবং রুপোর গয়না বাজেয়াপ্ত করেন। ঘটনার পর প্রয়োজনীয় পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়েছে।

তবে উদ্ধার হওয়া ধাতুটি আদৌ সোনা কি না এবং হলে তার প্রকৃত বিশুদ্ধতা কত, তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পরবর্তী পরীক্ষার পরই নিশ্চিত হবে।

ভিসি ভোটে ৭৪ কোম্পানী

● **প্রথম পাতার পর** নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোটারদের নিরাপত্তা, প্রচার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ নিয়ে বুধবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকটি হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশক, আইজি (ল অ্যান্ড অর্ডার), বিভিন্ন জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপাররা অংশ নেন।

কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রচারপর্বে স্বাভাবিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা সংস্থা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচনের আগে, ভোটগ্রহণের সময় এবং ভোটগ্রহণের পরেও সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন রাখা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় নির্বাচন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত এরিয়া ডমিনেশন অভিযান এবং ফ্ল্যাগ মার্চ করা হচ্ছে।

জেলা শাসক, কালেক্টর ও পুলিশ সুপারদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি ভোটারদের মধ্যে আস্থা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যাতে কোনও ধরনের ভয় বা হুমকি ছাড়াই ভোটাররা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণের দিন অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে সময়মতো যাতায়াতের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা থেকে এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে এবং ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগে বাধ্যতামূলক ৪৮ ঘণ্টার নীরবতা পর্ব কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে কোনও ধরনের নির্বাচনী প্রচার বা ভোট চাওয়া যাবে না। ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে এমন নির্বাচনী বিষয়বস্তু টেলিভিশন, রেডিও, কেবল নেটওয়ার্ক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমে ভোটগ্রহণ এলাকার মধ্যে প্রচার করা যাবে না।

এই সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলিকেও বিতর্ক, আলোচনা, মতামত, মতামত সমীক্ষা বা ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও বিষয় প্রচার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিধিনিষেধ লঙ্ঘন হলে সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এছাড়া মাইক বা লাউডস্পিকার ব্যবহারের সময়সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছে কমিশন। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্তই লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে। অতিরিক্ত শব্দের কারণে শিশু, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যাতে সমস্যায় পড়তে না হয়, সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষকে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ মৌলিক পরিকাঠামো নিশ্চিত করার জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, পৃথক একটি বৈঠকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ, স্বচ্ছতা ও অভিন্নতা বজায় রাখা এবং নির্বাচনী বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ হচ্ছে কি না, তা নজরদারি করবেন পর্যবেক্ষকরা। পরে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকার নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট কমিশনের কাছে জমা দেবেন।

কৈলাসহর বিমানবন্দরের

● **প্রথম পাতার পর** দেওয়ার জন্য সমস্ত বিমান সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের কাছে তিনি চিঠি দিয়েছেন। বিমানবন্দরের যাত্রী পরিষেবার পরিমাণের কথাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারও বিষয়টি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের কাছে উত্থাপন করেছে বলে জানান তিনি।

নেহরা জানান, আগরতলা-হায়দরাবাদ রুটে আগে সপ্তাহে পাঁচ দিন বিমান চলাচল করলেও বর্তমানে তিন দিন পরিষেবা রয়েছে। আগের পরিষেবা পুনরায় চালুর চেষ্টা চলছে। দিল্লি রুটেও পরিষেবার সময়সূচিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। সপ্তাহের তিন দিন দুটি করে এবং বাকি দিনগুলিতে একটি করে বিমান চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

বিমান পরিষেবার সংখ্যা ও ভাড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শেষ পর্যন্ত এটি বিমান সংস্থার বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত।" তাঁর মতে, নির্দিষ্ট রুটে বিমান পরিচালনার খরচের ওপর বিমান ভাড়ার হিসাব নির্ভর করে।

তিনি আরও জানান, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণত বিমানযাত্রার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম চাহিদার সময়। উৎসবের মরশুমে যাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

নেহরা জানান, বর্তমানে এমবিবি বিমানবন্দরে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১৪টি আগমন এবং ১৪টি প্রস্থানের বিমান রয়েছে। দৈনিক যাত্রী চলাচল প্রায় ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫০০।

উৎসবের মরশুমে এই সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় ৬ হাজারে পৌঁছাতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। অনেক সময় বিমানগুলিতে আসন পূরণের হার ৯৫ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় বলেও জানান বিমানবন্দর অধিকর্তা।

তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এমবিবি বিমানবন্দর দিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেছেন। গ্রাহক সন্তুষ্টি সমীক্ষায় দেশের বিমানবন্দরগুলির মধ্যে এমবিবি বিমানবন্দর ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে বলেও জানান তিনি।

এমবিবি বিমানবন্দরে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযান আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। অন্যদিকে 'যাত্রী সেবা অভিযান ২০২৬' চলবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত।

এই কর্মসূচিতে বিমানবন্দরের পরিচ্ছন্নতা, দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সুবিধা, যাত্রী তথ্য পরিষেবা, ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল, ডিজিটাল পরিষেবা, মহিলা ও শিশু-বান্ধব পরিকাঠামো, সাংস্কৃতিক প্রচার, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং যাত্রী সহায়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

নেহরা জানান, 'সার্ভিস উইথ স্মাইল' বা হাসিমুখে পরিষেবা প্রদানই এই অভিযানের অন্যতম মূল বার্তা। তবে এই পরিষেবাগুলিকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের অভিযানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিয়মিত বিমানবন্দর পরিষেবার অংশ হিসেবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য।

পানিসাগরে ৪০

● **প্রথম পাতার পর** উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আসাম থেকে আগরতলাগামী ট্রাকটি অগ্নিপাশা এলাকায় জাতীয় সড়কের নাকা পয়েন্টে পৌঁছালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় ট্রাক থেকে ২৫০টি প্যাকেটে রাখা বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার হয়। ঘটনায় ট্রাক চালক রূপম ডেকা (১৮)-কে আটক করা হয়েছে। তিনি আসামের গুয়াহাটি এলাকার নোয়াগাঁওয়ের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ট্রাকটি আসাম থেকে আগরতলার উদ্দেশে যাচ্ছিল। তবে মাদকের উৎস, গন্তব্য এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাচারের পিছনে আন্তঃরাজ্য কোনো চক্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে, চুরাইবাড়ি দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের পর অগ্নিপাশা নাকা পয়েন্টে বিপুল পরিমাণ মাদক কীভাবে ধরা পড়ল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। আটক চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক পাচারচক্রের মূল হোতাদের সন্ধানের চেষ্টা চলছে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ধনপুরে বিজেপির বৈঠকে

● **প্রথম পাতার পর** চলে এসেছে। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাঁদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে হবে। মানুষ কী বলছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে। কারও মনে আঘাত না দিয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁদের বক্তব্য শুনে নির্বাচনের পর সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবেএই বিষয়ে মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য কর্মীদের আহ্বান জানান তিনি।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বানও জানান প্রতিমা ভৌমিক। নির্বাচনের আগে সাংগঠনিকভাবে আরও সক্রিয় হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর ওপর তিনি গুরুত্ব দেন।

এদিনের বৈঠকে প্রতিমা ভৌমিককে কাছে পেয়ে দলীয় কার্যকর্তা ও কর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনের আগে এই বৈঠককে ঘিরে ধনপুর এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক তৎপরতা আরও বাড়বে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

প্রতিমা নিরঞ্জনে গিয়ে

● **প্রথম পাতার পর** পাশে উল্টে যায়। গাড়ির সঙ্গে প্রতিমাটিও উল্টে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা পাঁচজন আহত হন বলে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে দুজন শিশু রয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আহতদের পরবর্তী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বুলেরোর ধাক্কায় প্রবীণের মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** সড়ক পারাপারের সময় আচমকাই একটি বুলেরো গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বুলেরো গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরাই আহত সুদীর দাশগুপ্তকে উদ্ধার করে দ্রুত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে অভিযোগ, আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পর বুলেরো গাড়িটি নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় গাড়িতে থাকা লোকজন।

হাসপাতালে চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সুদীর দাশগুপ্তকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ গোমতী জেলা হাসপাতালে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে। একইসঙ্গে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘাতক বুলেরো গাড়িটি শনাক্ত করার পাশাপাশি চালককে আটক করার জন্য বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটির সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। বর্তমানে মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এদিকে, বাগমা বাজারটিলা এলাকায় বারবার পথ দুর্ঘটনার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কে যানবাহনের বেপরোয়া গতির কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়কে গতি নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক নজরদারি বৃদ্ধি এবং দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত গাড়ি ও চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। প্রবীণ সুদীর দাশগুপ্তের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

খেলাধুলা

এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে অল ইন্ডিয়া ওপেন হাফ ম্যারাথন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।।আগরতলা: একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের বার্তার পাশাপাশি 'সুস্থ জাতি ও সুস্থ আগামীকাল' স্লোগানকে সামনে রেখে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃতীয় সর্বভারতীয় খোলা হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আগামী ১০ই অক্টোবর, শনিবার সকাল ৬:০০ টায় ঐতিহাসিক এগিয়ে চলো সংঘ প্রাঙ্গণ থেকে এই দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা হবে। পুরুষদের জন্য নির্ধারিত ২১.০৯৭৫ কিলোমিটার রুটের ম্যারাথনটি এগিয়ে চলো সংঘ থেকে শুরু হয়ে রণীর বাজার এইচএস স্কুলে গিয়ে শেষ হবে। অন্যদিকে, মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ১০ কিলোমিটারের দৌড়টি ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে কাশিপুর বাজারে সমাপ্ত হবে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজক ক্লাব এগিয়ে চলো সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত, ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অপুরায় এবং যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা যৌথভাবে এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা জানান, বিগত বছরগুলিতে হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের অ্যাথলেটরা প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছিলেন, যা এবারও প্রতিযোগিতাকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করতে আকর্ষণীয় নগদ পুরস্কার ও বিশেষ সুবিধার আয়োজনচলতি বছরের এই ৩য় সংস্করণের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের অ্যাথলেটদের জন্য রাখা হয়েছে নজরকাড়া আর্থিক পুরস্কার। প্রথম স্থানাধিকারী পাবেন ১৫,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান ১২,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী পাবেন ১০, ০০০ টাকা। পাশাপাশি যথাক্রমে চতুর্থ থেকে দশম স্থানাধিকারীদের জন্য ৮,০০০, ৭,০০০, ৬,০০০, ৫,০০০, ৪, ০০০, ৩,০০০ এবং ২,০০০ টাকা নগদ পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিজয়ীই নন, দৌড় সফলভাবে সম্পন্নকারী প্রতিটি প্রতিযোগীকে ২০০ টাকা করে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হবে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা অ্যাথলেটদের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা শুরুর ৩ দিন পূর্বে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বা এন্ট্রি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ৮১৩১০২৫০৯০ অথবা ৯৪৩৬৪৫৯৩৯৫ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

টিএফএ-র বিশেষ সাধারণ সভা স্থগিত পরবর্তীতে নতুন তারিখ ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পূর্বনির্ধারিত বিশেষ সাধারণ সভা, এস.জি.এম স্থগিত করা হয়েছে। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি মারফত সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। আগামী ২ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১:৩০ মিনিটে আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সংশোধিত খসড়া সংবিধান অনুমোদনের লক্ষ্যে এই বিশেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নিজস্ব সংবিধান বাস্তবায়নের জন্য আগামী ৪ অক্টোবর, ২০২৬ একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। জাতীয় সংস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কারণেই ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পূর্বঘোষিত বৈঠকটি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভার পরবর্তী তারিখ ও সময়সূচি যথাসময়ে সংস্থার সমস্ত সম্মানিত ও আজীবন সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

এশিয়ান গেমসে পর্যবেক্ষক হিসেবে মনোনীত রাজ্যের সমীর সাহা: বি.এফ.আই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় বক্সিং দলের পর্যবেক্ষক (অবজারভার) হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ত্রিপুরার সমীর সাহা। ভারতের বক্সিং সংক্রান্ত শীর্ষ সংস্থা, বক্সিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া-র পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত জাপানে এই প্রতিযোগিতার মূল পর্ব আয়োজিত হতে যাচ্ছে। এশিয়ান গেমসের বক্সিং ইভেন্ট চলাকালীন সমীর সাহা সেখানে উপস্থিত থেকে পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। সমীর সাহার এই সফরের প্রয়োজনীয় ভিসা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে নয়াদিল্লিস্থ জাপান দূতাবাসের কনস্যুলার বিভাগে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সুপারিশপত্র পাঠিয়েছে বক্সিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া। বিএফআই-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অরুণ মালিকের স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাপানে অবস্থানকালে সমীর সাহার সমস্ত বিমান ভাড়া এবং থাকার যাবতীয় খরচ বিএফআই বহন করবে। সমীর সাহাকে দ্রুত উপযুক্ত ট্যুরিস্ট ভিসা প্রদান করে এই সফর সুগম করার জন্য জাপান দূতাবাসের কাছে আবেদন জানিয়েছে ভারতীয় বক্সিং সংস্থা।

মাস্টার্স স্পোর্টস উইং ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচনী ট্রায়াল ও নাগপুরে জাতীয় আসরের আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো ও মাস্টার্স অ্যাথলেটদের উৎসাহ দিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মাস্টার্স স্পোর্টস উইং ত্রিপুরা। রাজ্যজুড়ে ক্রীড়াবিদদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ও আগামী দিনে সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় এক রাজ্যভিত্তিক নির্বাচন ট্রায়ালের আয়োজন করা হচ্ছে। এই নির্বাচনী পর্বের মাধ্যমে বাছাই করা সেরা প্রতিভাদের নিয়ে রাজ্য দল গঠন করা হবে, যা পরবর্তীতে নাগপুরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় স্তরের মাস্টার্স মিটে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করবে। রাজ্যের প্রবীণ ও মাস্টার্স ক্রীড়াবিদদের এই ক্রীড়া মহাযজ্ঞে অংশ নেওয়ার জন্য সংগঠন থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।প্রতিযোগিতা দুটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সংস্থার কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ অশোক কাপ্তা সমস্ত কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি এক বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন। ইউনাইটেড মাস্টার্স গেম ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে ডঃ কাপ্তা জানান, 'আমাদের কঠোর পরিশ্রমই আমাদের মূল পরিচয়।' তিনি সমস্ত সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে ত্রিপুরার নির্বাচন ট্রায়াল এবং নাগপুরের জাতীয় প্রতিযোগিতা দুটিকেই সাফল্যমণ্ডিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই ইভেন্টগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হলে তা সংগঠনের পাশাপাশি পুরো রাজ্যের জন্যই এক গৌরবজনক অধ্যায় সূচনা করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সিনিয়র লীগ ফুটবলে ফরোয়ার্ডকে হারিয়ে সুপার নিশ্চিত কল্যাণ সমিতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।।সুপার ফোরের লড়াই অবশেষে যেন বাজিমাত দেখালো কল্যাণ সমিতি। সম সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে সুপার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বুধবার ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত নৈশকালীন ম্যাচে মুখোমুখি হয় কল্যাণ সমিতি ও ফরওয়ার্ড ক্লাব। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে এর আগে দুই দল পাঁচটি করে ম্যাচে অংশ নেয়। প্রত্যেকেই সংগ্রহ করে দশ পয়েন্ট।ফলে স্বাভাবিকভাবেই সুপার ফোর নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ম্যাচটি ছিল দুইদলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এরকম একটি লড়াকু ম্যাচ খেলতে নেমে এদিন ফরওয়ার্ড ক্লাব প্রথম গোল করে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখালো কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা। ম্যাচে কল্যাণ সমিতি ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে ফরওয়ার্ড ক্লাবকে। সন্ধ্যায় উভয় দলের লড়াই শুরু হওয়ার মাত্র ১০ মিনিটের মাথায় জাবেদ ডারলং প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। যদিও তা ধরে রাখতে পারেনি দল। পাল্টা আক্রমণ এনে ৩৫ মিনিটের মাথায় আবদল কল্যাণ সমিতির পক্ষে প্রথম গোল করে সমতায় আনে ম্যাচ। এরপর যেন আর ফিরে তাকাতে হয়নি কল্যাণ সমিতিকে। ৪৫ মিনিটে মনিষ সিং কল্যাণ সমিতির পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করে দলকে এগিয়ে দেয়। যা বহাল থাকে ম্যাচের প্রথমার্ধের শেষ সময় পর্যন্ত। বিরতির পর দ্বিতীয়ারদের লড়াই শুরু হলে ফরওয়ার্ড ক্লাব যেমন ম্যাচ সমতা আনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে ঠিক তেমনি তাদের প্রতিপক্ষ কল্যাণ সমিতি গোলের ব্যবধান ধরে রেখে নতুন করে গোলের জন্য চেষ্টা চালায়। প্রতি আক্রমণের এই লড়াইয়ে একসময় দারুণভাবে জমে উঠে ম্যাচটি। তাতে গোল করার মত একাধিক সুযোগ পেলেও কোন দলের পক্ষেই সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। ফলে দ্বিতীয়ারদের লড়াই থাকে গোলশূন্য। শেষ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ লড়াই গোলশূন্যভাবে সমাপ্ত হওয়ায় নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রতিপক্ষ ফরওয়ার্ডকে হারিয়ে পুরো পয়েন্ট তুলে নিয়ে সুপার ফোর কার্যত নিশ্চিত করে নিল কল্যাণ সমিতি। উভয় দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি তাপস দেবনাথ।

কাবাডির বিশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা ২০ নভেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা অ্যামেচার কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ২০ নভেম্বর (রবিবার) বেলা ১১টায় আগরতলার এনএসআরসিসি কমপ্লেক্সের স্টাফ কাউন্সিল রুমে বিশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও এজেন্ডা গ্রহণ করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সভা শেষে একই দিন দুপুর ১টায় এনএসআরসিসি কমপ্লেক্সের স্টাফ কাউন্সিল রুমে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে প্রেস মিটের আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হুলু পাল সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থেকে ত্রিপুরার কাবাডি খেলার স্বার্থে বিষয়গুলি প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য সহযোগিতা কামনা করেছেন। ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে জারি করা আমন্ত্রণপত্রে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের প্রেস মিটে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিএসটি-কে ইনিংস ও ৪৮ রানে হারিয়ে ওপিসি রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত "এ" ডিভিশন সুপার ফোর ২০২৫-২৬ লিগ ম্যাচে অসাধারণ জয় ছিনিয়ে নিলো ওপিসি। তিন ম্যাচে মোট ১০ পয়েন্ট পেলেও রান রেটের নিরিখে ওপিসি রানার্স খেতাব পেয়েছে। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ওপিসি। ম্যাচজুড়ে ওপিসির বোলার পৌরুষ মিশ্রর মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি ইউবিএসটি। ইউবিএসটি তাদের প্রথম ইনিংসে ৪৮.৩ ওভারে মাত্র ১৩১ রানে অলআউট হয়ে যায়, যেখানে সন্তোষ গোস্বামী সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন। জবাব দিতে নেমে ওপিসি ৫৬ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯৬ রান তুলে তাদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে। দলের পক্ষে শ্রীমান দেবনাথ (৭৭), রাহুল চন্দ্র সাহা (৭১) এবং অর্ঘ্যদ্যুতি দেব (৬৫) দুর্দান্ত অর্ধশতক হাঁকিয়ে বড় রানের ভিত্তি গড়ার পাশাপাশি দলকে বিশাল লিড এনে দেন। ১৬৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে আরও বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ইউবিএসটি। দ্বিতীয় ইনিংসেও পৌরুষ মিশ্রর দুর্দান্ত স্পেলের (৩১ রানে ৫ উইকেট) তোপে মাত্র ২৯.৫ ওভারে ১১৭ রানেই গুটানো হয়ে যায় ইউবিএসটির ইনিংস। দলের অধিনায়ক কৃতিদীপ্ত দাস (৩৭) ও সৌরভ দাস (৩৫) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও তা দলের পরাজয় এড়াতে যথেষ্ট ছিল না। দুই ইনিংস মিলিয়ে একাই ১০টি উইকেট শিকার করে ম্যাচের নায়ক হন পৌরুষ মিশ্র। এই দাপুটে পারফরম্যান্সের ওপর ভর করে ওপিসি ম্যাচটি ইনিংস ও ৪৮ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে নেয়।

রাজ্যে আসন্ন মহকুমা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা, চলছে জোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা জুড়ে যোগাসনের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে পৃথক পৃথক যোগা প্রতিযোগিতা ও বাছাই পর্বের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী 'ইন্ডিয়ান যোগা ফেডারেশন"-এর গাইডলাইন এবং অনুমোদিত যোগা চার্ট অনুসরণ করেই পরিচালিত হবে। প্রথম প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শনিবার) গান্ধী গ্রাম মধ্যপাড়াস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ যোগা মিশন সেন্টারে। এটি একটি মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক যোগা সিলেকশন কাম প্রতিযোগিতা। ১৪, ১৭, ১৯, ২৪, ৩০, ৪০, ৫০ এবং ৬০ উর্ধ বয়সের পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারীদের ঐ দিন সকাল ১০টার মধ্যে ২০ টাকা এন্ট্রি ফি ও বয়সের প্রমাণপত্র সহ উপস্থিত হয়ে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পাদক তথা যোগা প্রশিক্ষক অমলেন্দু দে সকল যোগা গুরু ও জাজদের ঐ দিন সকাল ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত থাকার বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন। বিস্তারিত জানতে ৮৪১৪০৭৩৫৮৬ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।পরের দিন অর্থাৎ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (রবিবার) আগরতলা শহরের দুটি পৃথক স্থানে সদর 'এ' ও সদর 'বি' এলাকা ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৯টায় প্রান্তিক ক্লাবের দ্বিতল ভবনের হল ঘরে সদর 'এ' ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের বিশেষ পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। আয়োজক সংস্থা সদর 'এ' যোগা এসোসিয়েশনের সম্পাদক কালিনারায়ন ঘোষ এই প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলের উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কামনা করেছেন। এন্ট্রি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ টাকা।একই দিনে, অর্থাৎ ২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ১১টায় রামনগর ৭ নম্বর রোডস্থিত 'যোগা স্টুডিও'-তে সদর 'বি' ভিত্তিক যোগা সিলেকশন ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সদর 'বি' যোগা এসোসিয়েশনের সম্পাদক শুভ্রা দে জানিয়েছেন যে, এই প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণকারীদের বয়সের উপযুক্ত প্রমাণপত্র সাথে নিয়ে আসতে হবে এবং এন্ট্রি ফি থাকবে ২০ টাকা। আয়োজকদের আশা, এই প্রতিযোগিতাগুলির মাধ্যমে রাজ্য থেকে বহু উদীয়মান যোগা প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

মৌচৈতির বিধ্বংসী ১৬২, বিশালগড়কে ২৫০ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন সদর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র উইমেনস স্টেট মিট ২০২৫-২৬-এর ফাইনাল ম্যাচে বিশালগড়কে ২৫০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে জয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিল সদর। উদয়পুরের জামজুড়ি মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সদরের দল। ব্যাটার মৌচাইতি দেবনাথের ঝোড়ো অপরাজিত ১৬২ রান (১৪৮ বল, ১৭টি চার ও ১টি ছক্কা) এবং অধিনায়ক রিজু সাহার ৪৬ রানের ওপর ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৯১ রানের পাহাড়প্রমাণ রান গড়ে তোলে সদর। বিশালগড়ের পক্ষে স্নেহা সরকার ৩টি এবং পূর্বা চৌধুরী ২টি উইকেট দখল করেন। ২৯২ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সদরের শক্তশালী বোলিং আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বিশালগড়ের ব্যাটিং লাইনআপ। পুরো দল ২৫.৪ ওভারে মাত্র ৪১ রানেই অলআউট হয়ে যায়। দলটির পক্ষে সর্বাধিক রান আসে পূর্বা চৌধুরীর ব্যাটিং (১৯ রান) থেকে। সদরের হয়ে অন্বেষা দাস ৪.৪ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন এবং অন্নপূর্ণা দাস ৩ রান খরচ করে নেন ২টি উইকেট। চমৎকার অলরাউন্ড ও একচ্ছত্র পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ২৫০ রানে বড় জয় নিশ্চিত করে টুর্নামেন্টের ট্রফি নিজেদের নামে করে নেয় সদরের মেয়েরা।

প্রেস ক্লাবে ইনডোর গেমস জোর প্রস্তুতি সাংবাদিকদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব-কমিটির ব্যবস্থাপনায় আগামী ২০ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে তিনটা থেকে চাইনিজ চেকার ও বেলা দুইটা থেকে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। এর পরদিন, অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর বেলা ১১ টা থেকে ক্যারম সিঙ্গেলস এবং ২৬ সেপ্টেম্বর, বেলা দুইটা থেকে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের ব্যাডমিন্টন সিঙ্গেলস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ইচ্ছুক সদস্যদের ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাম জমা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল এবং শেষ দিন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক খেলোয়াড় এতে অংশ নিতে নাম নথিভুক্ত করেছেন। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে সাংবাদিক খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে বেশ জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ইনডোর গেমসের এই আসরের পাশাপাশি সম্প্রতি বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী জানুয়ারি মাসে ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফেব্রুয়ারি মাসে সাংবাদিকদের বহুল প্রতীক্ষিত 'আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট' অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, স্পোর্টস সাব-কমিটির উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সফলভাবে লুডো ও দাবার মতো ইনডোর গেমসের পাশাপাশি আউটডোর ম্যাচ হিসেবে একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ববর্তী ইভেন্টগুলোর ধারাবাহিক সাফল্য ও এবার সাংবাদিক খেলোয়াড়দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আসন্ন এই ক্রীড়া উৎসবকে ঘিরে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে।

মহিলা প্রীতি ফুটবল ম্যাচে জয়ী জম্পুইজলা একাদশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বহু বছর পর কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হলো মহিলা প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।খেলো কদমতলা সিজন থ্রি এর ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচের পূর্বে এই মহিলা ফুটবল ম্যাচকে ঘিরে কদমতলায় বাড়তি উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। এককথায় ফুটবল জ্বরে কাবু গোটা এলাকা।এদিকে, আজকের এই মহিলা ফুটবলে রাজ্যের সিপাহীজলা জেলার জম্পুইজলা একাদশ বনাম ঊনকোটি একাদশ একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। প্রীতি ফুটবল ম্যাচের শুরু থেকেই ঊনকোটি একাদশের খেলোয়াড়রা সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ চালায় জম্পুইজলার বক্সে। কিন্তু তাদের দুরন্ত রক্ষণভাগ ও গোলকিপারের জন্য বারবার ব্যর্থ হয় ঊনকোটি একাদশের খেলোয়াড়রা। এরই মধ্যে পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত শটে ম্যাচের প্রথম গোল তুলে নেয় জম্পুইজলা একাদশ।এর দশ মিনিটের মাথায় পুনরায় দলগত আক্রমণে গিয়ে দলের দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় জম্পুইজলা।এরপরই ২-০ অবস্থায় প্রথমার্ধের খেলা সমাপ্ত হয়।অপরদিকে, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবারো ঊনকোটি একাদশের খেলোয়াড়রা পরপর আক্রমণে ঝাঁপায় এবং দলের প্রথম ও একমাত্র গোলটি তুলে নেয়। এরপর দুদলই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে খেলতে থাকলেও আর কোন দল গোলের দেখা পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার শেষে ২-১ গোলে ঊনকোটিকে হারিয়ে জয়লাভ করে জম্পুই জলা একাদশ।কিন্তু সার্বিক ভাবে ঊনকোটি একাদশের মেয়েরা খেলায় সর্বাধিক বল দখল নেয়।কিন্তু খাটো গোলকিপারের দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণে ঊনকোটি একাদশকে ম্যাচ হারতে হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন জম্পুইজলা একাদশকে ট্রফি সহ নগদ পনেরো হাজার টাকার চেক এবং রানার্স দলকে ট্রফি সহ আট হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

কসমোপলিটন চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এ-ডিভিশন সুপার ফোর লিগ ম্যাচে চলামান সংঘের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড অর্জন করে নজর কাড়ল কসমোপলিটান। তিন ম্যাচ থেকে ১১ পয়েন্ট পেয়ে কসমোপলিটন চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। পিটিএ মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটান ৪ উইকেটে ৪২৯ রান তুলে তাদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক শঙ্কর পাল মাত্র ১২০ বলে ৯টি ছক্কা ও ১৪টি চার সহ ঝড়ো ১৫৭ রান করেন। একই সাথে সমান ১৫৭ রানে অপরাজিত থাকেন লক্ষ্য কুমার টি। এছাড়া উদ্বোধনী ব্যাটার বাবুল দে ৯২ বলে ৭৬ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস উপহার দেন। চলামান সংঘের হয়ে কৃষ্ণধন নম: ২টি উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটানের দুর্দান্ত বোলিং আক্রমণের মুখে পড়ে ৫৭.২ ওভারে মাত্র ১৭৩ রানেই গুটিয়ে যায় চলামান সংঘের প্রথম ইনিংস। দলের পক্ষে অর্কজিৎ পাল সর্বোচ্চ ৫০ রান এবং সাহেল দেববর্মা ৩২ রান করেন। কসমোপলিটানের অধিনায়ক শঙ্কর পাল ব্যাটের পর বলেও অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে ৭৪ রানে ৬টি উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে বিশাল লিড নেওয়ার পর কসমোপলিটান দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ২৫ রান তুললে ম্যাচটি ড্র ঘোষিত হয়। বল ও ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্রথম ইনিংসের এগিয়ে থাকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে কসমোপলিটান।

মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পোস্ট অফিসের বিরুদ্ধে

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: পোস্ট অফিসে টাকা জমা দেওয়ার কথা বলে এক অসহায় মহিলার কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে কিস্তির টাকা নেওয়া এবং সেই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে মেলাঘরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

অভিযোগকারী মেলাঘরের ইন্দিরানগর এলাকার বাসিন্দা আয়েশা বিবি। তাঁর অভিযোগ, মেয়ের ভবিষ্যৎ ও বিয়ের জন্য দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। লেখাপড়া না জানার সুযোগ নিয়ে মেলাঘর ঠাকুরপাড়ার বাসিন্দা তথা এজেন্ট অমর শীল তাঁকে পোস্ট অফিসের সঞ্চয় প্রকল্পের কথা বলে একটি এলআইসি প্রকল্পে যুক্ত করেন।

আয়েশা বিবির দাবি, প্রথম কয়েক বছর নিয়মিতভাবে টাকা জমা দেওয়ার বিষয়টি তাঁকে জানানো হলেও পরবর্তীতে প্রতি মাসে তাঁর কাছ থেকে কিস্তির টাকা নেওয়া অব্যাহত রাখেন অমর শীল। কিন্তু সেই টাকা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় জমা না দিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর আয়েশা বিবি নিজের জমা করা টাকা ফেরত চাইতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। তাঁর দাবি, টাকা ফেরত চাওয়া কিংবা অভিযুক্তের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

অভিযোগ, মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বছরের পর বছর ধরে কষ্টার্জিত অর্থ সঞ্চয় করলেও বর্তমানে সেই অর্থ নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন আয়েশা বিবি। অভিযুক্ত অমর শীলের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে সুবিচারের আশায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর মেলাঘর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

অভিযোগের পর থেকেই অভিযুক্তের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি অভিযোগকারীর। পুরো ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগের সত্যতা, টাকা কোথায় জমা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে কত টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, তদন্তের পরই তা স্পষ্ট হবে। এখন পুলিশের তদন্তে এই অভিযোগের কী পরিণতি হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন অভিযোগকারী ও স্থানীয়রা।

পূর্ব গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নিবাসী অটো চালক পূর্ণ দেববর্মার পরিবারের সাথে আজ আগরতলা নিবাসে একসাথে খাওয়া দাওয়া করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ।

পার্কিং নিয়ে বচসা, হামলায় আহত অ্যাম্বুলেন্স চালক

ধর্মনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর: ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে গাড়ি পার্কিংকে কেন্দ্র করে অ্যাম্বুলেন্স চালক ও ই-রিকশা চালকের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, বচসার একপর্যায়ে ই-রিকশা চালকের হামলায় এক অ্যাম্বুলেন্স চালক গুরুতর আহত হন। বর্তমানে তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, হাসপাতাল চত্বরে গাড়ি পার্কিংকে কেন্দ্র করে অ্যাম্বুলেন্স চালক ও ই-রিকশা চালকের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে সেই বচসা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে ই-রিকশা চালক অ্যাম্বুলেন্স চালকের উপর হামলা করেন বলে অভিযোগ। এতে অ্যাম্বুলেন্স চালক আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ কী এবং হামলার ঘটনায় আর কেউ জড়িত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, হাসপাতাল চত্বরে পার্কিং ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সুষ্ঠু পার্কিং ব্যবস্থা এবং কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠেছে। পুলিশের তদন্তের পরই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে।

ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচন: কুমারঘাট ব্লকে ই ডি ভি ভোট ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত ভিলেজ কাউন্সিলের সাধারণ নির্বাচনে কুমারঘাট ব্লকের যে কোন কেন্দ্রের ভোটার যেমন সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, গার্ড, গাড়ির চালক, সাফাই কর্মী, অন্যান্য কর্মী বা ব্যক্তি যদি জেলা নির্বাচন অধিকারিক, আর ও অথবা রাজ্য নির্বাচন কমিশন বা সমকক্ষ কর্তৃপক্ষের দ্বারা ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে ভোটের কাজে যুক্ত থাকেন তারা ভোট গ্রহণের দিন তাদের ভোট দান করতে পারবেন না। তারা ইলেকশন ডিউটি ভোট (ই ডি ভি) হিসেবে রাজকান্দিতে অবস্থিত টিটিএএডিসি, ঊনকোটি জোনের সাব-জেড ডি ও অফিসে আগামী ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তাদের ভোট দান করতে পারবেন।

এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইলেকশন ডিউটি ভোট (ইডি ভি) প্রদানের জন্য নূন্যতম তিন দিন আগে আর ও-র অফিসে ফর্ম ১৫ এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। সাথে নির্বাচনের কাজে নিযুক্তির অর্ডার কপি জমা দিতে হবে। তবেই আর ও অফিস থেকে নির্ধারিত দিনে ইলেকশন ডিউটি ভোট (ই ডি ভি) ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দিল্লিস্থিত এইমস হাসপাতালের সাথে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে রাজ্যেই উজ্জলার কন্যার উন্নত চিকিৎসার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকার সাধ্যমত মানুষের কল্যাণে কাজ করছে এবং নানা সহায়তা করে যাচ্ছে। রাজ্যে বর্তমানে চিকিৎসা পরিকাঠামোর ও চিকিৎসা পরিষেবার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে রাজ্য থেকে বহিরাজ্যে রেফারেল রোগীর সংখ্যা অনেক কমেছে। চিকিৎসা সহায়তার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'র ৭২তম পর্বে আগত মানুষের চিকিৎসা সহ অন্যান্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'র ৭২তম পর্বে বিশালগড় মহকুমার শিবনগর থেকে এসেছিলেন উজ্জলা বিশ্বাস (সরকার) তার কন্যা সন্তানের পায়ের জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী উজ্জলা বিশ্বাসকে বলেন দিল্লিস্থিত এইমস হাসপাতালের সাথে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে রাজ্যেই তার কন্যার উন্নত চিকিৎসা করা যাবে। এ বিষয়ে তিনি উজ্জলা বিশ্বাসকে আশ্বস্ত করেন। আগরতলার শিবনগর থেকে শঙ্কর সাহা এসেছিলেন তার কন্যা সন্তানের চিকিৎসার সহায়তার জন্য। বাধারঘাট থেকে নারায়ণ বণিক এসেছিলেন তার স্ত্রীর কিডনিজনিত চিকিৎসার ও অন্যান্য সহায়তার জন্য। টাউন বড়দোয়ালি থেকে সুবল সাহা এসেছিলেন স্ত্রীর জটিল রোগের চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন এবং অন্যান্য সহায়তার আশ্বাস দেন।

এছাড়াও আগরতলার রামনগর থেকে এসেছিলেন চন্দ্রকুমার দাস মেয়ের জটিল রোগের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য। বাধারঘাট থেকে সুবল মিত্র এসেছিলেন ছেলের জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য, বাঁশবাগান থেকে শান্তা দাস এসেছিলেন মেয়ের জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য, নন্দননগর থেকে এসেছিলেন আব্দুল বারেক চৌধুরী ছেলের কিডনিজনিত চিকিৎসার সহায়তার জন্য, আমতলি থেকে এসেছিলেন বকুল রাণী দাস তার স্বামীর জটিল রোগের চিকিৎসার সাহায্যের আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনেন এবং সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

এছাড়াও আগরতলার ইন্দ্রনগর থেকে এবং কৃষ্ণনগর থেকে কমল দাস ও বীণা ভট্টাচার্য্য এসেছিলেন নিজেদের জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সহায়তার আশ্বাস দেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রয়াত দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুভাষ মালাকার এবং বাধারঘাটের সঞ্জিত দাসের পত্নীদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব কিরণ গিত্তে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. নির্মল সরকার, অটল বিহারী বাজপেয়ী আঞ্চলিক ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরোমনি দেববর্মা ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে হাঁসের বাচ্চা ও মুরগির ছানা বিতরণ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে লোকভবনে মোহনপুর আর.ডি. ব্লকের বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি)-র সদস্যদের মধ্যে হাঁসের বাচ্চা ও মুরগির ছানা বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল গ্রামীণ জীবিকার মানোন্নয়ন এবং টেকসই আয়ের উৎস সৃষ্টির লক্ষ্যে পশুপালন ও পোল্ট্রি চাষের প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের বিতরণ করা হাঁসের বাচ্চা ও মুরগির ছানাগুলির যথাযথ ব্যবহার করার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলির পালন ও পরিচর্যা করার জন্য উৎসাহিত করেন।

রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন যে, এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ মহিলা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করবে, পরিবারের আয় বৃদ্ধি করবে এবং গ্রামীণ জনজীবনের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের যুগ্মসচিব জয়ন্ত ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন।

বাইক ও স্কুটি উদ্ধার, এক চোরকে গ্রেপ্তার করল এনসিসি থানার পুলিশ

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: একটি বাইক ও স্কুটি চুরির ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনসিসি থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে চুরি যাওয়া একটি বাইক ও একটি স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি, তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আরও কয়েকজনের নাম জানতে পেরেছে পুলিশ। তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এনসিসি থানার ওসি জানান, গত ১০ সেপ্টেম্বর ইন্দ্রনগর কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি বাইক চুরি হয়। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের সূত্র ধরে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ওই ব্যক্তির বাড়ি মহেশখলা এলাকায়। সেখানে অভিযান চালালেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে পুলিশ জানতে পারে, তার স্থায়ী বাড়ি কল্যাণপুরের রতিয়া এলাকায়। এরপর কল্যাণপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতায় মঙ্গলবার রাতে রতিয়া এলাকায় ওই ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই তাকে আটক করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি বাইক ও একটি স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি, তার কাছ থেকে চুরি চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম জানতে পারে পুলিশ। তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে পেশ করে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। চুরি হওয়া আরও কোনো যানবাহন উদ্ধার হয়েছে কি না এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

মাশরুম ল্যাবের অব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ ইনচার্জের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: সরকারি মাশরুম ল্যাবের কার্যক্রম ও কর্মপরিবেশ নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। দপ্তরের কর্মী ও স্থানীয় কৃষকদের একাংশের অভিযোগ, ল্যাবের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে কৃষকরা প্রয়োজনীয় মাশরুমের বীজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একইসঙ্গে কর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগও উঠেছে ল্যাবের ইনচার্জ অলকা দাসের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ অনুযায়ী, নতুন কর্মী নরেশ দেববর্মা কর্মক্ষেত্রে অসদাচরণের শিকার হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন এবং পরবর্তীতে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হন। সিনিয়র কর্মী ইলা থা-র সঙ্গেও অবমাননাকর আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি ল্যাবের কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে আসা এগ্রি এমএসসি মৌসুমী আচার্য্যকেও অপমান করে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারীরা। দপ্তরের কর্মী ও স্থানীয় কৃষকদের বক্তব্য, পূর্বতন ইনচার্জ কাকলী মজুমদারের সময় ল্যাবটি নিয়মিতভাবে সচল ছিল। সেই সময় কৃষকরাও নিয়মিত মাশরুমের বীজ পেতেন বলে তাঁদের দাবি। বর্তমানে ল্যাবটির কার্যক্রম পুনরায় স্বাভাবিক করা, কৃষকদের জন্য মাশরুমের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা এবং সরকারি সম্পদের অপচয় রোধের দাবিতে সরব হয়েছেন দপ্তরের কর্মী ও স্থানীয় কৃষকদের একাংশ।

তাঁদের দাবি, ল্যাবের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ইনচার্জ অলকা দাসকে অবিলম্বে বদলি করা এবং অভিযোগগুলির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইনচার্জের বক্তব্য এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। ল্যাবের কার্যক্রম ও কর্মীদের অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হলে প্রকৃত পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হবে।

রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের ঘাটতির অভিযোগ যোগেন্দ্রনগরের সরলা এজেন্সিতে ভোক্তাদের বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ আকাল না থাকলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রতিবাদে বুধবার রাজধানীর যোগেন্দ্রনগরস্থিত সরলা এজেন্সিতে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েক শতাধিক ভোক্তা।

ভোক্তাদের অভিযোগ, গত তিন দিন ধরে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পেতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। প্রতিদিন ভোর পাঁচটা-ছয়টা থেকেই এজেন্সির সামনে এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও অনেকের হাতে সিলিন্ডার মিলছে না বলে অভিযোগ।

এদিনও সকাল থেকেই রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের আশায় এজেন্সির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন ভোক্তারা। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও সিলিন্ডার না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। একপর্যায়ে কয়েক শতাধিক ভোক্তা এজেন্সির ভিতরে বিক্ষোভ দেখান।

ভোক্তাদের দাবি, রান্নার গ্যাসের জন্য দিনের পর দিন এভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে তাঁদের অন্যান্য জরুরি কাজ ব্যাহত হচ্ছে। অনেকে বাড়ির কাজ কিংবা অফিসের দায়িত্ব সামলে ভোরবেলায় এজেন্সির সামনে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। তারপরও সিলিন্ডার না পাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

এ বিষয়ে এজেন্সির কর্ণধারের সঙ্গে কথা বলেও কোনও নির্দিষ্ট আশ্বাস মেলেনি বলে অভিযোগ ভোক্তাদের। ফলে আগামী দিনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে কি না, কিংবা আর কতদিন এভাবে রান্নার গ্যাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, ভোক্তাদের একাংশের অভিযোগ, নিয়ম মেনে সিলিন্ডার সরবরাহ না করে অনিয়মের মাধ্যমে বা 'বাঁকা পথে' রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হচ্ছে। তবে এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ভোক্তারা।

লটারির কুপনের প্রলোভনে চড়া দামে কাপড় বিক্রির অভিযোগ দুই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দিল জনতা

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: স্বল্পমূল্যের কাপড়ের সঙ্গে লটারির কুপনের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষকে চড়া দামে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির অভিযোগ উঠেছে দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত আনন্দবাজার এলাকার।

অভিযোগ, কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায় এলাকার দুই যুবক আনন্দবাজারের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, কুলার ও ফ্যানসহ নানা পুরস্কার জেতার প্রলোভন দেখিয়ে লটারির কুপন বিক্রি করছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, ওই দুই যুবকের কাছে মূলত কুলার ও ফ্যান ছিল। সেগুলিও বাজারদরের তুলনায় বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এর পাশাপাশি পণ্যের সঙ্গে লটারির কুপন দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসতেই গোটা প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। স্থানীয়দের একাংশের সন্দেহ, লটারির কুপনের নামে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ওই দুই যুবককে সন্দেহজনক কার্যকলাপের অভিযোগে স্থানীয় জনতা আটক করে আনন্দবাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

লটারির কুপনটি আদৌ বৈধ কি না এবং এর আড়ালে কোনও প্রতারণামূলক চক্র রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে এলাকায়। ঘটনায় পুলিশি তদন্তের পরই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

বিশ্বকর্মা পূজার আগে ব্যস্ত আগরতলার মৃৎশিল্পীরা, তবে আগের মতো নেই বিক্রি

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর দেবশিল্পী ভগবান বিশ্বকর্মার পূজা। সারাদেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হবে বিশ্বকর্মা পূজা। পূজাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ব্যস্ততা বেড়েছে আগরতলা শহরের মৃৎশিল্পীদের। তবে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ততা থাকলেও আগের তুলনায় বিক্রি কম হওয়ায় উদ্বেগে রয়েছেন তাঁরা। বিশ্বকর্মা পূজার আগে বটতলা এলাকার মৃৎশিল্পীদের এখন ব্যস্ত সময় কাটছে। দিন-রাত এক করে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন আকার ও নকশার বিশ্বকর্মার প্রতিমা। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ছোট থেকে বড় বিভিন্ন মাপের প্রতিমা তৈরি করছেন শিল্পীরা। তবে মৃৎশিল্পীদের কথায়, বর্তমানে তাঁদের ব্যবসার পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল। প্রতিমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম ও কাঁচামালের বেশ কিছু অংশ বাইরের রাজ্য থেকে কিনে আনতে হয়। ফলে পরিবহন খরচসহ উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে। অন্যদিকে বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা ও বিক্রি আগের মতো না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

এক মৃৎশিল্পী বলেন, "আগের মতো ব্যবসা নেই। তারপরও এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই। আমাদের এই কাজের উপরই সংসার চলে। তাই যত কষ্টই হোক, কাজ করে যেতে হবে।" বিশ্বকর্মা পূজার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই শেষ মুহূর্তের বিক্রি বাড়বে বলে আশাবাদী মৃৎশিল্পীরা। তাঁদের আশা, পূজার আগের এক-দুই দিনে ক্রেতাদের ভিড় বাড়লে কিছুটা হলেও ক্ষতি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে। তবে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহন খরচ এবং বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় ভবিষ্যতে এই ঐতিহ্যবাহী পেশা টিকিয়ে রাখা নিয়ে চিন্তিত মৃৎশিল্পীরা। তাঁদের দাবি, সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা মিললে ত্রিপুরার এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas